Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

বাংলাদেশ বেতার

Bhadro 08, 1433 Bangla, August 23, 2026, Sunday, No. 229, 56th year

H I G H L I G H T S

Newly elected President Mirza Fakhrul Islam Alamgir has paid tribute to martyrs of Liberation War at National Memorial in Savar. (Jago News: 14)

Prime Minister Tarique Rahman has directed authorities concerned to quickly move forward with initiative to build a highway to connect Bhola to country's main road network. (Jago News: 17)

Tarique Rahman has asked authorities concerned to take a pilot project to develop 'National e-Health Platform' to bring country's healthcare under an integrated digital framework. (R. Today: 23)

Finance Minister has said, government is utilizing all necessary resources to improve ongoing electricity and gas crisis. (R. Today: 19)

Commerce Minister has said, government wants to build solar power projects to meet electricity demand. (R. Today: 22)

Home Minister has informed that a list of extortionists is being prepared across the country. (Jago News: 11)

Dhaka Chamber of Commerce and Industry has urged to ensure uninterrupted gas and electricity supply to industrial sector. (Jago News: 14)

A US court has struck down a Trump administration policy of suspending issuance of immigrant visas to applicants from 75 countries, including Bangladesh. (BBC: 07)

Police have recovered bodies of a retired school teacher, his wife, daughter and son from a house in Rangpur city. (R. Today: 21)

Israeli forces have used phosphorus bombs in Nabatieh area in southern Lebanon as part of their ongoing aggression against the country. (R. Tehran: 08)

Director: 44813046	**Deputy News Controller: 44813048 44813179**	**Assistant News Controller: 44813047 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ভাদ্র ০৮, বাংলা ১৪৩৩, আগস্ট ২৩, ২০২৬, রবিবার, নং- ২২৯, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। (জাগো নিউজ: ১৪)

ভোলাকে দেশের মূল সড়ক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করতে মহাসড়ক নির্মাণের উদ্যোগ দ্রুত এগিয়ে নিতে সংশ্লিষ্টদের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশ। (জাগো নিউজ: ১৭)

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে একটি সমন্বিত ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনতে 'ন্যাশনাল ই-হেলথ প্ল্যাটফর্ম'-এর কার্যক্রম শুরুর নির্দেশ তারেক রহমানের। (রে. টুডে: ২৩)

বিদ্যুৎ ও গ্যাসের চলমান সংকট পরিস্থিতির উন্নতিতে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সম্পদ কাজে লাগাচ্ছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। (রে. টুডে: ১৯)

বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে সরকার সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প করতে চায় বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী। (রে. টুডে: ২২)

সারাদেশে চাঁদাবাজদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। (জাগো নিউজ: ১১)

শিল্পখাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার আহ্বান ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর। (জাগো নিউজ: ১৪)

বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের অভিবাসী ভিসা স্থগিতে ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া নীতি বাতিল মার্কিন আদালতে। (বিবিসি: ০৭)

রংপুর নগরীর একটি বাড়ি থেকে এক সাবেক শিক্ষকসহ পরিবারের চার জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। (রে. টুডে: ২১)

লেবাননের বিরুদ্ধে চলমান আগ্রাসনের ধারাবাহিকতায় দক্ষিণাঞ্চলের নাবাতিয়া এলাকায় ফসফরাসযুক্ত বোমা ব্যবহার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। (রে. তেহরান: ০৮)

বিবিসি

দিল্লিকে ঢাকার কঠিন শর্ত; নেপথ্যে 'অবিশ্বাস', নাকি সম্পর্কের 'রিসেট' চায় ঢাকা?

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর আপাতত স্থগিত। দ্বিপাক্ষিক সফরে ভারতের প্রস্তাব এবং আগ্রহ সত্ত্বেও সেটা যে হলো না, তার একটা বড়ো কারণ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দেওয়া কয়েকটি শর্ত। ভারত যখন সফর আয়োজনের চেষ্টা করছে, তখন হঠাৎ এসব শর্ত অনেকটা 'বিস্ময়' হয়েই আসে ভারতের কাছে। দেশটি অবশ্য প্রথম বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ব্রিকস সম্মেলনে আগামী সেপ্টেম্বরে। বাংলাদেশ সেটাতে রাজি হয়নি। ঢাকা বরং আগ্রহী ছিল দ্বিপক্ষীয় সফরে। তবে ব্রিকস সম্মেলনে বাংলাদেশের অনাগ্রহ জানার পর ভারত ত্বরিত পদক্ষেপ নেয় দ্রুত একটি দ্বিপক্ষীয় সফর আয়োজনের এবং সেটা চলতি আগস্ট মাসেই। তবে এর মধ্যেই সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায় ভারতের দিল্লিতে একটি প্রেস ব্রিফিংকে ঘিরে। যেখানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিষয়টি বাংলাদেশকে ক্ষুব্ধ করে। এর কড়া প্রতিক্রিয়া দেয় ঢাকা। যেটাকে অনেকেই বলেছেন 'নজিরবিহীন'। বাংলাদেশের এই 'নজিরবিহীন' ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার দিন কয়েক পর গত ১০ আগস্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদী। সাক্ষাতের পর ওইদিনই তিনি উড়াল দেন দিল্লীতে। পরদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে 'ওয়ান টু ওয়ান' বৈঠকে বাংলাদেশের মনোভাব তুলে ধরেন দিনেশ ত্রিবেদী। পরে ফিরে আসেন দিল্লির নির্দেশনা নিয়ে। তখন নতুন করে আবারও গতি পায় বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সফরের বিষয়টি। দুই দেশের গণমাধ্যমগুলোতে এমনকি সফরের সম্ভাব্য তারিখও দেওয়া হচ্ছিল। ঠিক তখনই গত রোববার ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং। যেখানে ভারত সফরের আগে 'সহায়ক পরিবেশের' তৈরির কথা বলা হয়। দেওয়া হয় নানা শর্ত। কিন্তু বাংলাদেশের এমন অবস্থানের কারণ কী?

বাংলাদেশের যে-সব শর্ত

ঢাকায় গত রোববার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে ব্রিফিং করে সেখানে কথা বলেন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ কে এম শহীদুল করিম। লিখিত বক্তব্যে ঢাকার পক্ষ থেকে দিল্লি সফরের আগে যে সহায়ক পরিবেশের কথা তিনি জানান, সেখানে কয়েকটি শর্তের কথা বলা হয়। এক. 'দ্বিপাক্ষিক প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী শেখ হাসিনাসহ অন্যান্য পলাতক অপরাধীদের' দ্রুত ফেরত পাঠানো। দুই. শরীফ ওসমান হাদী হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের বাংলাদেশে হস্তান্তর। এই দুই শর্তের কথা ভারতকে পাঠানো হয়েছে উল্লেখ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানান, বাংলাদেশ ভারতের 'জবাবের অপেক্ষায় আছে।'

শর্ত নিয়ে ভারতে 'বিস্ময়', নানা প্রশ্ন বাংলাদেশে

সফরের আগ মুহূর্তে বাংলাদেশের শর্ত ভারতে এক ধরনের 'বিস্ময়' তৈরি করে। পাশাপাশি বাংলাদেশেও এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের অনেকেই। "শর্তগুলো তো কঠিন। এটা সবাই বলছে। কিন্তু এই শর্ত রাখাটা নিয়েই বরং আমাদের এখানে বিস্ময়টা দেখা যাচ্ছে," বলেন ভারতের ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক শ্রীরাধা দত্ত। তিনি বলেন, এসব শর্ত দু-দেশের সম্পর্ককে জটিলতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। "এখানে যে-সব শর্ত আছে, এর সবটাই ভারতের জানা। কিন্তু এগুলোকে যে শর্ত হিসেবে রেখে বলা হবে যে, এগুলো না হলে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকটা হবে না বা (বৈঠকের) অনুকূল পরিবেশটা হচ্ছে না, অসুবিধেটা ভারতের এখানেই। এখানে যেটা দরকার ছিল যে, দু-দেশের মধ্যে কথা হওয়া। কারণ কথাতো বলতেই হবে। সমস্যার সমাধান করতে হবে। সেটা যত তাড়াতাড়ি হতো, তত ভালো হতো। এখন তো জটিলতা আরো বাড়লো," বলেন অধ্যাপক শ্রীরাধা দত্ত। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবশ্য ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে আগের মতোই তাদের অবস্থানের কথা জানিয়েছে যে, বাংলাদেশের অনুরোধের বিষয়টি তাদের 'পর্যালোচনায়' রয়েছে। যার সারকথা হচ্ছে, শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ সহসাই হচ্ছে না। অর্থাৎ ভারত তার আগের অবস্থানেই আছে। ভারতের এমন অবস্থান অবশ্য একেবারে অস্বাভাবিক নয়। কারণ ভারত শর্তে রাজি হয়ে শেখ হাসিনাকে ফেরত দিতে চাইবে, তেমনটা কেউ ধারণা করেননি। ভারত অতীতে অনেক রাজনৈতিক নেতাকে তাদের দেশে আশ্রয় দিয়েছে, যাদের জোর করে ফেরত পাঠানো হয়নি। দালাই লামার মতো অনেকে তো সেদেশে বহুদিন ধরে অবস্থান করছেন। ফলে ভারত যখন তার আগের অবস্থানকে বজায় রাখলো তখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের দেওয়া শর্ত কতটা বাস্তবসম্মত ছিল? বিশেষ করে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এমন সব শর্ত, যেগুলোর বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ অথবা ভারত আদৌ রাজি নাও হতে পারে, সেগুলোকেই সামনে রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের অনেকেই। "আমাদের দেশ থেকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তো একসময় যুক্তরাজ্যে আশ্রয়ে ছিলেন। তাই বলে কি বাংলাদেশ কখনও ব্রিটিশ সরকারকে বলেছে যে, আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা করবো না! যতদিন তাকে ফেরত না দেওয়া হয়! এটা কি হতে পারে! কানাডায় গিয়ে কখনও বলেছে? সেখানেও তো অনেকে আছে। আমেরিকায়ও তো অনেকে আছে। কিন্তু বলে দেওয়া যে, এর জন্য যাবোই না, বসবোও না, এটা তো হলো না," বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ। "আমাদের তো অনেক ইস্যু আছে। না বসে তো উপায় নেই। আমি যদি ওটা ধরেই থাকি, তাহলে পানি নিয়ে যে আলোচনা, সেটার কী হবে? বর্ডার কিলিং, সেটার কী হবে? জ্বালানি, সেটার কী হবে?" প্রশ্ন করেন মি. আহমেদ। অন্যদিকে সাবেক কূটনীতিক এম হুমায়ুন কবীরও মনে করেন, যে সময়ের মধ্যে

সফরের বিষয়টি আয়োজিত হওয়ার কথা চলছিল, সেই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের যে প্রত্যাশা, সেটা পূরণ করা সম্ভব কি-না', বাংলাদেশের সেটা 'বিবেচনা করার সুযোগ ছিল।

তাহলে 'কঠোর শর্তে'র ব্যাখ্যা কী?

এখানে মূলত ঘুরেফিরে তিনটি ব্যাখ্যা আসছে। এক. ভারতে শেখ হাসিনার অবস্থান ও তার প্রেস ব্রিফিং। দুই. বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের ফিরে আসার চেষ্টা। তিন. শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারতের ভূমিকায় 'অবিশ্বাস'।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে মূলত বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। দলের প্রধান শেখ হাসিনাও পালিয়ে আশ্রয় নেন ভারতে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা হয় আওয়ামী লীগের কার্যক্রম। সবমিলিয়ে বাংলাদেশে দলটি কোণঠাসা অবস্থায় থাকলেও গত ৫ আগস্ট ভারতের দিল্লিতে শেখ হাসিনার বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, দলটি আবারও বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। আর সেটা ঘটছে ভারত থেকে। বাংলাদেশের বিএনপি সরকার এটাকে হুমকি হিসেবেই দেখে। একইসঙ্গে শেখ হাসিনার প্রেস ব্রিফিং বা এ ধরনের তৎপরতার পেছনে ভারত সরকারের সমর্থন আছে কিনা, সেটা নিয়েও উদ্বেগ আছে ঢাকার। যদিও এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো যোগসূত্র নাকচ করেছে দিল্লি।

হাসিনাকে নিয়ে ভারতের ভূমিকায় 'অবিশ্বাস'?

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন বিএনপি এবং সরকারের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বক্তব্যে এটা স্পষ্ট, আওয়ামী লীগকে নিয়ে ভারতের ভূমিকায় এক ধরনের অবিশ্বাস আছে দেশটির ভেতরে। গত ৮ আগস্ট খোদ বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে দিল্লিকে 'হাসিনা কার্ড' খেলার বিষয়ে সতর্ক করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "আমরা আপনাদের (ভারতের) সঙ্গে সম্পর্ক রাখব। তার মানে এই নয় যে, আপনারা হাসিনা কার্ড খেলবেন। আবার বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও চাইবেন। এই দুটো বিষয় একেবারেই বিপরীতমুখী।" ভারতের ভূমিকা নিয়ে বাংলাদেশের এই যে সংশয়, দ্বিপাক্ষিক সফরের আগে সেটাই বাংলাদেশের সামনে এখন বড়ো ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে বাংলাদেশ আগে এটারই সুরাহা করতে চায় অর্থাৎ খেলার আগে কোন নিয়মে খেলা হবে, সেটা ঠিক করতে চায় ঢাকা। "যেহেতু উনি (শেখ হাসিনা) ব্যক্তি হিসেবে একজন। কিন্তু তার পাশাপাশি উনার সংগঠন আছে। উনার সময়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আছে। এই সবগুলো বিষয় একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িত। যেহেতু আমরা সেই সম্পর্ক থেকে সরে এসে সম্পর্কের একটা পুনর্বিন্যাস করতে চাচ্ছি, সেটাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ," বলেন সাবেক কূটনীতিক এম হুমায়ুন কবীর। তার মতে, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে এখন শেখ হাসিনা একটা বড় ইস্যু। তিনি বলেন, "ভারত-বাংলাদেশ রিলেশনশিপের মধ্যে শেখ হাসিনার উপস্থিতি, তার দলের সংশ্লিষ্টতা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস- সবগুলো বিষয়ই এখানে জড়িয়ে আছে।" তবে এখানেই শেষ নয়। বাংলাদেশের বিবৃতিতে আরো কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ নয়, সার্বভৌম সমতা স্থাপন এবং জাতীয় মর্যাদার ভিত্তিতে সম্পর্ক এগিয়ে নেয়া। কিন্তু এসবের অর্থ কী? "এটা বলতে পারেন এক ধরনের পুনর্বিন্যাস করছি আমরা বা রিসেট করতে হচ্ছে রিলেশনটাকে। কারণ বাংলাদেশ এখন বলছে 'বাংলাদেশ ফার্স্ট'। তার অর্থ হচ্ছে, আমি কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকতে চাই না। এরকম চিন্তা-ভাবনা থেকে আমরা একটা নতুন বাস্তবতার দিকে সামনে যেতে চাচ্ছি," বলেন সাবেক কূটনীতিক এম হুমায়ুন কবীর। "ভারতের দিক থেকে এ ব্যাপারে হয়ত তারাও চিন্তা-ভাবনা করছে। কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করলেই তো হবে না। এটাকে বাস্তব একটা জায়গায় আনবার জন্য দুইপক্ষের আলাপ-আলোচনা দরকার। এর জন্য আবার যথেষ্ট প্রস্তুতি দরকার," যোগ করেন হুমায়ুন কবীর।

সম্পর্ক কি জটিলতার দিকে যাচ্ছে?

এটা স্পষ্ট, বাংলাদেশ এই মুহূর্তে ভারতের সঙ্গে হঠাৎ করে একটি শীর্ষ বৈঠকের চেয়ে বরং সম্পর্কের ভিত্তি পুনর্বিন্যাস করাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। যেখানে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এবং সেটা নিয়ে বাংলাদেশের বিএনপি সরকারের এক ধরনের অবিশ্বাসও দৃশ্যমান। কিন্তু এর ফলে সফর অনিশ্চিত হয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কই জটিলতার দিকে যাচ্ছে কিনা, সেই প্রশ্নও উঠছে। তবে সম্পর্কে যে এখনই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে কিংবা সেখান থেকে ফিরে আসার পথ নেই বিশ্লেষকরা আবার তেমনটাও মনে করছেন না। "আমি সবসময় মনে করি যে, এখানে যে রাজনীতিটা আছে, সেটা সেভাবেই ডিল করা উচিত। হ্যাঁ, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিবেচনায় থাকবে, কিন্তু সেটাই সব নয়। ভারতকে রাজনীতির ভাষা দিয়েই বোঝানোর দরকার যে, দুই দেশের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে কারণ ভারত এখানে বিশেষ দলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছে। জনগণের সঙ্গে নয়। এটাই ভারতকে বোঝাতে হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এর জন্য শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠক আটকে যাবে। কথা হবে না, আলোচনা হবে না," বলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ। অন্যদিকে ভারতের ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক শ্রীরাধা দত্তও মনে করেন, কথা বলা থামালে সেটায় কোনো পক্ষের লাভ হবে না। তিনি বলেন, "এটা কি হতে পারে যে, ভারত আর বাংলাদেশ কথা বলবেই না। এটা তো হতে পারে না। মি. রহমান ভারতে আসলে ইন্ডিয়ারটা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে আলাপটা হতো, সেটা তো আর কোনো কমিউনিকেশনের বিকল্প হতে পারে না। সামনাসামনি দেখাটা তো একটা

ডিফরেন্ট মিনিং রাখে। সেটা না হলে কীভাবে সম্পর্ক এগোবে বলুন। সুতরাং এখানে দু-পক্ষের অনেক বক্তব্য আছে। সামনাসামনি বসলেই এগুলোর সমাধান সম্ভব।" বলা হচ্ছে, বাংলাদেশ-ভারত দুই দেশের সম্পর্ক নতুন করে শুরু করতে হলেও শীর্ষ নেতাদের সরাসরি সংলাপ দরকার। সেটা হলে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার পথও বের হবে। কিন্তু একবার সফর অনিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর এই সফর ঘিরে ঢাকার যে-সব শর্ত এবং সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের আকাঙ্ক্ষা, তার সুরাহা কীভাবে হয়, তার উপরই নির্ভর করছে অনেক কিছু।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২২.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের অভিবাসী ভিসা স্থগিতের নীতি বাতিল মার্কিন আদালতে

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসী ভিসা দেওয়া স্থগিত করার ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া নীতিকে বেআইনি ঘোষণা করে বাতিল করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। বিচারক তার রায়ে বলেছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের আইনি ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যবহার করেছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর দিয়েছে। ম্যানহাটনের ডিস্ট্রিক্ট জজ জ্যানেট ভার্গাস শুক্রবারে এক রায়ে জানান, স্টেট ডিপার্টমেন্টের জানুয়ারি মাসে ঘোষিত এই নীতি ছিল "স্পষ্টতই বেআইনি"। এটি কেন্দ্রীয় অভিবাসন আইনেরও পরিপন্থি, কারণ সেই আইন অনুযায়ী কনস্যুলার কর্মকর্তাদের অভিবাসী ভিসা প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমের ওপর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সরাসরি কর্তৃত্ব সরিয়ে নিয়েছে। তিনি তার রায়ে উল্লেখ করেন, "যে নীতিতে কেবল আবেদনকারীর জাতীয়তার ওপর ভিত্তি করে অভিবাসী ভিসা দেওয়া ক্যাটাগরি অনুযায়ী পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়েছিল, তা এই সংবিধিবদ্ধ আইনি কাঠামোর সরাসরি লঙ্ঘন।" চলতি বছরের জানুয়ারিতে কার্যকর হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের এই সিদ্ধান্তের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার পাকিস্তান ও বাংলাদেশ; ব্রাজিল, কলম্বিয়া ও উরুগুয়েসহ লাতিন আমেরিকার দেশগুলো; বসনিয়া ও আলবেনিয়ার মতো বলকান অঞ্চলের দেশগুলো; এবং আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের বহু দেশের ভিসা আবেদনকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। স্টেট ডিপার্টমেন্ট সেসময় দাবি করেছিল, এসব দেশের অভিবাসন প্রত্যাশীদের "পাবলিক চার্জ" হওয়ার অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয়, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। তবে আদালতের এই রায়ের বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।

ক্যাথলিক লিগ্যাল ইমিগ্রেশন নেটওয়ার্ক এবং আফ্রিকান কমিউনিটিজ টুগেদার নামের দুটি অভিবাসী অধিকার রক্ষা সংস্থা এবং এসব নির্ধারিত দেশের নাগরিক ও স্বজনদের জন্য ভিসার আবেদনকারী মার্কিন নাগরিকদের দায়ের করা একটি মামলার প্রেক্ষিতে এই রায় এলো। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির কথা বলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুরু থেকেই অভিবাসন নীতিতে বেশ কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে আসছেন। উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে দুইজন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলি করার ঘটনার পর ট্রাম্প প্রশাসন সব ধরনের আশ্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত করে। ওই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন যে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে "তৃতীয় বিশ্বের দেশ" থেকে অভিবাসন "স্থায়ীভাবে স্থগিত" করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রধান উপ-মুখপাত্র টমি পিগট বলেন, "স্টেট ডিপার্টমেন্ট তার দীর্ঘদিনের ক্ষমতা ব্যবহার করে এমন সম্ভাব্য অভিবাসীদের অযোগ্য ঘোষণা করবে, যারা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর সরকারি সহায়তার বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং মার্কিন জনগণের উদারতার অপব্যবহার করবে।" ট্রাম্প প্রশাসনের ওই সিদ্ধান্ত গত ২১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর করা হয়েছিল। অন্যদিকে অধিকার রক্ষা গোষ্ঠীগুলোর মতে, সরকারের এই কঠোর পদক্ষেপ বাক্‌স্বাধীনতা ও সুষ্ঠু আইনি প্রক্রিয়ার অধিকার লঙ্ঘন করেছে এবং বিশেষ করে জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য একটি অনিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বর্ণ বৈষম্যের আশঙ্কা। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২২.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

সরকার কেন এখন কলেরার টিকা দিচ্ছে?

কলেরা প্রতিরোধে টিকা দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। আইসিডিডিআর,বি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির যৌথ সহযোগিতায় শনিবার থেকে শুরু হবে প্রথম ধাপের টিকাদান কর্মসূচি। ২২ আগস্ট থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথম ডোজের এবং ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত দ্বিতীয় ডোজের টিকা দেওয়া হবে। 'প্রিভেন্টিভ ওরাল কলেরা ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন-২০২৬-এর আওতায় উচ্চঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ৫১ লাখ ৭৫ হাজার মানুষকে দুই দফায় মুখে খাওয়ার এই টিকাটি দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার সকালে টিকা কর্মসূচির উদ্বোধনের পর দেওয়া ভাষণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণকে অগ্রাধিকার' দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা জানিয়েছে, ভ্যাকসিন বিষয়ক আন্তর্জাতিক জোট গ্যাভি, দ্য ভ্যাকসিন অ্যালায়েন্স সরকারকে এই টিকা অনুদান (donate) দিয়েছে। ফলে কলেরার টিকা প্রদানের জন্য আলাদা করে সরকারকে কোনো বরাদ্দ দিতে হচ্ছে না। এর আগে, ২০১৭ ও ২০২৫ সালের শুরুতে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এই টিকা দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন উঠছে, এই সময় এসেই কেন কলেরার টিকা দেওয়ার এই উদ্যোগ নেওয়া হলো? টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে কাদেরকে বেছে নেওয়া হচ্ছে? আর এই টিকা কার্যকরই বা থাকবে কতদিন?

এখন কেন কলেরার টিকা দেওয়ার উদ্যোগ?

পানিবাহিত রোগ কলেরা প্রতিরোধে গর্ভবতী নারী ছাড়া এক বা তার চেয়ে বেশি বয়সের সব নাগরিককে বিনামূল্যে দেওয়া হবে ইউরিকল প্লাস নামের টিকাটি। কর্মসূচির আওতায় সারাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ ১৪টি উপজেলা ও থানায় টিকা দেওয়া হবে। এরমধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন লালবাগ, গেন্ডারিয়া, কদমতলী ও কামরাঙ্গীরচর থানার ১৭টি ওয়ার্ডের ১৯২টি কেন্দ্রে প্রায় ১১ লাখ ৭০ হাজার মানুষকে কলেরার টিকা দেওয়া হবে। এছাড়া ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের শের-ই-বাংলা নগর, খিলক্ষেত ও তেজগাঁও এবং মুন্সিগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ, হোসেনপুর ও তাড়াইল, নারায়ণগঞ্জ সদর এবং ব্রাক্ষণবাড়িয়া সদর ও নবীনগরেও এ কর্মসূচি পরিচালিত হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, রোগ হওয়ার আগেই প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল থেকে টিকাদান কর্মসূচি শুরু হলেও পাঁচ বছর মেয়াদি কর্ম পরিকল্পনার আওতায় অনেক আগে থেকেই টিকাদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজগুলো শুরু হয়েছিল। শুরুতে প্রকল্পের আওতায় ২০২৪ থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছর বাংলাদেশ সরকারকে নির্দিষ্ট সংখ্যক টিকা দেওয়ার কথা ছিল গ্যাভির। তবে বৈশ্বিকভাবে দেখা যাওয়া আর্থিক সংকট এবং টিকার চাহিদা ও উৎপাদনের মতো নানা কারণে তা পিছিয়ে যায়। পরে ২০২৫ সালে অনুমোদন পায় এটি। অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. হালিমুর রশিদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এটা অনেক আগেরই উদ্যোগ। অনেক আগে থেকেই গ্যাভি ভ্যাকসিন দিয়েছে। এই সময় করতে বলেছে। নতুন করে হঠাৎ করে হয় নাই।" গত ছয় মাস ধরে টিকা দেওয়ার "প্ল্যান, মাইক্রোপ্ল্যান হচ্ছে" বলেও জানান তিনি। বর্তমানে প্রথম ধাপের টিকাদান চলবে। পরে ধাপে ধাপে উচ্চঝুঁকিতে থাকা মোট ১৪৪টি উপজেলায় এই টিকা দেওয়ার কথা রয়েছে বলে জানান অধ্যাপক রশিদ। তবে এই মুহূর্তে গ্যাভির তরফ থেকে এক বছরের টিকা দেওয়া হয়েছে।

যেভাবে নির্ধারণ হলো টিকা দেয়ার এলাকা

বৃহস্পতিবার কলেরার টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, "এই এলাকাগুলো কোনো অনুমানের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়নি। বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।" স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, প্রায়োরিটি এরিয়া অব মাল্টিসেক্টোরাল ইন্টারভেনশন, সংক্ষেপে পামি রিসার্চের মাধ্যমে এলাকাগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। "গ্লোবাল টাস্কফোর্স অন কলেরা কন্ট্রোলের সঙ্গে মিলে গ্যাভি একটি টুল ডেভলপ করেছে। এগুলোর মাধ্যমে প্রায়োরিটি এরিয়া অব মাল্টিসেক্টোরাল ইন্টারভেনশন, সংক্ষেপে পামি এনালাইসিসের মাধ্যমে কিছু সূচকের ভিত্তিতে ১৪৪টি থানা ও উপজেলা চিহ্নিত করা হয়েছে," বলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার কর্মকর্তা ডা. শামসাদ রব্বানী খান। প্রথম ধাপে ১৪টি থানা ও উপজেলায় এই কর্মসূচি চালু হয়েছে। দুই ধাপে দেওয়া এই টিকার কার্যকর থাকবে তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় ২৯ লাখ মানুষ কলেরায় আক্রান্ত হন। মারা যায় প্রায় ৯৫ হাজার মানুষ। এখনও বিশ্বের প্রায় ১৩০ কোটি মানুষ এই রোগের ঝুঁকিতে রয়েছেন, যার অধিকাংশই আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়াকেন্দ্রিক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি আহমেদ জামশীদ মোহামেদ জানান, বাংলাদেশে কলেরা প্রতিরোধে এক কোটি ৩৫ লাখ টিকার ডোজ নিশ্চিত করা হয়েছে। "খুবই সহজ মূলনীতির ভিত্তিতে এই কর্মসূচিকে সাজানো হয়েছে, আর তা হলো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকেই সবার আগে সুরক্ষা দেওয়া উচিত," বলেন তিনি। মি. মোহামেদ আরও বলেন, রোগের প্রকোপ, ঝুঁকিপ্রবণতা, জনসংখ্যার ঘনত্ব, আগে টিকা নেওয়ার ইতিহাস এবং রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি— এসব বিষয় কঠোরভাবে মূল্যায়ন করে অগ্রাধিকার পাওয়া ১৪টি সিটি করপোরেশন এলাকা ও উপজেলা চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই টিকার কি কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে?

যে-কোনো টিকার মতোই কলেরার টিকা নিলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে বলে জানিয়েছেন খাত সংশ্লিষ্টরা। গ্লোবাল টাস্কফোর্স অন কলেরা কন্ট্রোলসহ প্রকাশিত অন্যান্য গবেষণায় একে সবচেয়ে কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াযুক্ত টিকা হিসেবে দেখা গেছে বলে জানান ডা. রব্বানী। ভ্যাকসিনটা খেলে কিছুটা বমি ভাব হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডায়রিয়া হতে পারে বলে জানান তিনি। তবে ২০২২ সালে রাজধানীতে কলেরার যে প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছিল, সেসময় দেয়া কিংবা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রদান করা একই টিকার অভিজ্ঞতায় কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায়নি বলেও জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা। বৃহস্পতিবার ইউনিসেফ বাংলাদেশ এক ফেসবুক পোস্টে লিখেছে, "কলেরা থেকে সুরক্ষার জন্য দুটি ডোজই নিতে হবে।" কিন্তু ডোজ নেওয়া ব্যক্তিদের কেউ যদি সচেতন না থেকে কেবল একটি ডোজই নেন, সেক্ষেত্রে কী হবে? সেক্ষেত্রে টিকার কার্যকারিতা পাঁচ বছর থাকবে না বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

সমস্যার চেয়ে প্রতিরোধ কি বেশি হচ্ছে?

২০২৬ সালের আগস্টে কলেরার দুই দশকের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আইসিডিডিআর, বি এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের এক গবেষণাপত্রে দেখা গেছে, ২০০৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ঢাকায় নথিবদ্ধ কলেরা রোগীর মোট সংখ্যা ছিল ছয় হাজার ১৪১ জন। এতে দেখা গেছে, ২০০৪ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ আক্রান্ত হয়। পরে তা কমে এলেও ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালে সেই সংখ্যা আবারও বাড়তে থাকে। তবে কলেরায় আক্রান্ত অনেকেই হাসপাতালে ভর্তি না হওয়ায় বিশ্বব্যাপীই আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। তা সত্ত্বেও আক্রান্তের তুলনায় বেশি-সংখ্যক মানুষকে টিকা দেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন

কেউ কেউ। "ওরস্যালাইন ব্যবহার হচ্ছে, স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন হয়েছে, অধিকাংশ টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করছে- সেখান থেকে একটা বিতর্কতো আছেই যে, আমাদের রোগের সমস্যার তুলনায় টিকায় বাড়তি খরচ হয়ে যাচ্ছে কি না," বলছিলেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মুশতাক হোসেন। তবে সব মিলিয়ে টিকা দেওয়ার পর আগের আক্রান্তের সংখ্যার সঙ্গে টিকা দেওয়ার পরে প্রাপ্ত ফলাফলের তুলনা করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। "যতটুকু এফোর্ট দেব, তাতে কতটা ফলাফল আসবে, সেটা আসলে হওয়ার পরই বোঝা যাবে। আমি মনে করি, দিয়ে দেখা যাক, আমরা কতটুকু উপকার পাই। ফলাফল আমরা পরেও বিবেচনা করতে পারবো," বলেন এই জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ।

এদিকে, বৈশ্বিক রোডম্যাপের ভিত্তিতে বাংলাদেশে জাতীয় কলেরা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা- এনসিসিপি প্রণয়ন করেছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা। এই পরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদে কলেরা প্রতিরোধে নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধা নিশ্চিত করা, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নিয়মিত হাত ধোয়ার মতো ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অধিদপ্তর বলছে, টিকাদানের পাশাপাশি এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব ও এর ক্ষয়ক্ষতি কমানোর একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২২.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

মালয়েশিয়ার তালিকায় ২৫ এজেন্সি, শ্রমবাজার খোলা নিয়ে কী বলছে বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের জন্য পঁচিশটি বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সির নাম প্রকাশ করেছে মালয়েশিয়ার সরকার। মালয়েশিয়া সরকারের অনলাইনভিত্তিক কেন্দ্রীয় অভিবাসী কর্মী ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম (ফরেন ওয়ার্কার্স সেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা এফডব্লিউএমএস) এই তালিকা প্রকাশ করেছে। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে কর্মী নিয়োগ আবারও শুরুর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একমাত্র জনশক্তি প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড বা বোয়েসেলের মাধ্যমে কর্মী পাঠানোর বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের আগের ঘোষণা অকার্যকর হয়ে গেল কি-না সেই প্রশ্ন উঠছে। জনশক্তি রফতানির সাথে সংশ্লিষ্টদের অনেকেই রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকাকে 'নতুন সিন্ডিকেট' হিসেবে আখ্যায়িত করলেও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, বাংলাদেশের দিক থেকে বোয়েসেলই কাজটা করবে এবং তাতে দেশের সব রিক্রুটিং এজেন্সিই কর্মী পাঠানো সুযোগ পাবে। এদিকে, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর সংগঠন বায়রা'র সাবেক মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী বলছেন, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চালু নিয়ে আসলে কী করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে এখনো কোনো তথ্য তাদের কাছে পৌঁছায়নি এবং বিষয়টি জানতে সরকারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা করছেন তারা। প্রসঙ্গত, গত ৩০ জুলাই মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে 'মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খুলে গেছে' বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন। তিনি তখন বলেছিলেন, আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের যাওয়া শুরু হবে। এর আগে, ২০২৪ সালের মে মাসের শেষে বাংলাদেশের জন্য শ্রমবাজার বন্ধ করে দিয়েছিল মালয়েশিয়া সরকার। এমনকি ওই সময় ছুটিতে দেশে আসা অনেকেই আর মালয়েশিয়ায় কাজে ফেরত যেতে পারেননি।

মালয়েশীয় তালিকায় ২৫ এজেন্সি

বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম বিদেশ সফরে মালয়েশিয়ায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল শ্রমবাজার প্রসঙ্গ। এরপর কয়েক দফায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক শেষে মালয়েশীয় কর্তৃপক্ষ তাদের তালিকায় বাংলাদেশের ২৫টি এজেন্সিকে অন্তর্ভুক্ত করে তা প্রকাশ করে। যদিও কুয়ালালামপুরের ওই সংবাদ সম্মেলনে প্রথম ধাপের কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সরকারি মালিকানাধীন জনশক্তি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান বোয়েসেলকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন মাহদী আমিন। প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর উপস্থিতিতেই তিনি তখন বলেছিলেন, "আমরা মালয়েশিয়া সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছি, যেন প্রথম ধাপের নিয়োগপ্রক্রিয়াটি বোয়েসেলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।" কিন্তু শুক্রবার বাংলাদেশের ২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সির নাম তালিকাভুক্ত করে নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে মালয়েশীয় সরকারের ফরেন ওয়ার্কার্স সেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা এফডব্লিউএমএস। আরিফুল হক চৌধুরীর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "মালয়েশিয়ার সরকারের তালিকা তাদের নিজস্ব। আমরা এখান থেকে পাঠাবো বোয়েসেলের মাধ্যমেই। আমাদের তালিকায় থাকা সব রিক্রুটি এজেন্সিই এতে কাজ করার সুযোগ পাবেন। এখানে হাইড অ্যান্ড সিকের কিছু নেই।" যদিও রিক্রুটি এজেন্সিগুলোর মধ্যে এ নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে শ্রমবাজার চালুর বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা না আসা পর্যন্ত তারা এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। বায়রার সাবেক মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী বলছেন, "আমরা কিছু তালিকা সংবাদ মাধ্যমে দেখেছি। আমরা শুধু চাই সবাই কাজ করার সুযোগ পাক, শ্রমিকরা সুরক্ষিত থাকুক এবং ন্যূনতম খরচে শ্রমিকরা যাওয়ার সুযোগ পাক।" কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনের লেবার উইংয়ের সাথে যোগাযোগ করা হলে মিনিস্টার (লেবার) ছিদ্দিকুর রহমান জানিয়েছেন, তাদের এখনো মালয়েশীয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কিছু অবহিত করেনি।

কিন্তু শ্রমবাজার খুলবে কবে

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বিবিসিকে জানিয়েছেন যে, তারা আশা করছেন এই সপ্তাহের মধ্যেই এ বিষয়ে (শ্রমবাজার আবার চালু) আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পাওয়া যাবে। "আমি আশা করি, মালয়েশিয়া সরকারিভাবেই এ বিষয়ে ঘোষণা দেবে। প্রধানমন্ত্রীর সফরের পর থেকে দুই দেশের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে বড়ো অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। আমার মনে হয়, কয়েকদিনের মধ্যেই তারা ঘোষণা দিয়ে দেবেন," বলছিলেন তিনি। এর আগে, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার খুলে দেওয়ার বিষয়ে অগ্রগতি দাবি করা হলেও খুব একটা সফলতা আসেনি। তখন মালয়েশিয়া সরকারের কাছে ৪২৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকাও দেওয়া হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে। বর্তমান সরকারে সেটিকে যাচাই-বাছাই করে ৩৪০টি চূড়ান্ত করেছে। গত জুনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মালয়েশিয়া সফরের সময়ে দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য শ্রমবাজার আবার উন্মুক্তকরণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। জুলাইয়ে আরিফুল হক চৌধুরী ও মাহদী আমিনসহ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সফরেই শ্রমবাজার খুলে দেওয়ার বিষয়ে মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষের সাথে একমত হওয়ার কথা জানান মাহদী আমিন। তিনি তখন জানিয়েছিলেন, মালয়েশিয়া সরকার খুব শিগ্‌গির তাদের কাজের পদ্ধতির বিষয়ে আপডেট জানাবে এবং আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলো জানানো হবে। একই সাথে মালয়েশিয়া নিজস্ব যাচাই-বাছাই ও কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে এজেন্সির চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারণ করবে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। "অভিবাসন ব্যয় কমিয়ে আনা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় দক্ষ জনশক্তিকে মালয়েশিয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়াই বর্তমান সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার," বলেছিলেন মি. আমিন।

মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, তখন তাদের সঙ্গে মালয়েশীয় কর্তৃপক্ষের যে আলোচনা হয়েছিল, সেভাবেই মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্ত হবে ও বাংলাদেশি কর্মী যাওয়ার সুযোগ পাবেন বলে আশা করছেন তারা। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানির তালিকায় চতুর্থ দেশ হিসেবে রয়েছে মালয়েশিয়া। কিন্তু এরপরও এ দেশের শ্রমবাজার নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা টানাপড়েনের মধ্যদিয়ে গেছে বাংলাদেশ। বিভিন্ন সময় দফায় দফায় বন্ধ ছিল সেখানকার বাংলাদেশের শ্রমবাজার। সর্বশেষ ২০২৪ সালের জুন থেকে সেদেশে আবারও বন্ধ হয়ে যায় বাংলাদেশসহ সব দেশের শ্রমবাজার। বাংলাদেশের জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ওয়েবসাইটে থাকা তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৬ সাল থেকে বিভিন্ন দেশের শ্রমবাজারে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হলেও মালয়েশিয়ার বাজারে আরো দুই বছর পর শুরু হয় এ যাত্রা। ১৯৭৮ সালে প্রথম মাত্র ২৩ জন শ্রমিকের যাওয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের। বিভিন্ন হিসেবে দেখা যায়, মালয়েশিয়ায় এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক গিয়েছে সাড়ে ১৪ লাখেরও বেশি, যা বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজারের নয় শতাংশেরও বেশি। তবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে এই শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যাওয়া কারণে জনশক্তি খাতের ব্যক্তিদের কাছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারের 'আনস্টেবল মার্কেট' হিসেবেও একটি পরিচিত গড়ে উঠেছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২২.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

ইরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা মূল্যায়নের জন্য সময় প্রয়োজন সাবেক মার্কিন নিরাপত্তা কর্মকর্তা

যুক্তরাষ্ট্রের একজন সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা এমন মত প্রকাশ করেছেন যে, ইরানকে সহায়তাকারী দেশগুলোর বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত বিস্তৃত নিষেধাজ্ঞার প্রভাব মূল্যায়ন করতে কয়েক সপ্তাহ সময় প্রয়োজন হবে। যুক্তরাষ্ট্র, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করার প্রায় ছয় মাস হতে চলেছে , এবং এই প্রেক্ষিতে গতকাল শুক্রবার ভিক্টোরিয়া কোটসের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে এনএইচকে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে কোটস হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে ইরান বিষয়ক নীতির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বর্তমানে ট্রাম্প প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ একটি রক্ষণশীল চিন্তক প্রতিষ্ঠান 'হেরিটেজ ফাউন্ডেশন'এ কর্মরত রয়েছেন। ট্রাম্প , অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের দিকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে ইরানের সহযোগিতাকারী দেশগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দিচ্ছেন। কোটস 'এর ভাষ্যমতে , অর্থনৈতিক পতনকে একমাত্র বিকল্প হিসেবে তুলে ধরে তেহরানকে তার কাঙ্ক্ষিত পারমাণবিক চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করাই হচ্ছে ট্রাম্পের লক্ষ্য। তিনি বলেন , ট্রাম্পের কাছে সামরিক হস্তক্ষেপ পুনরায় শুরু করার সম্ভাবনা সবসময়ই রয়েছে এবং বিষয়টি হবে এর সঙ্গে অর্থনৈতিক চাপের এক ধরনের ভারসাম্য রক্ষা করা। তিনি বলেন, এর প্রভাব দেখতে যুক্তরাষ্ট্রকে কয়েক সপ্তাহ সময় দিতে হবে।

(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ২২.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

মার্কিন সেনা আটক বা হত্যায় ৩০ হাজার ডলার পুরস্কার : ইরানের ঘোষণা

ইরানে স্থল অভিযান চালিয়ে মার্কিন সেনারা প্রবেশ করলে তাদের আটক বা হত্যা করতে পারলে প্রায় ৩০ হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। ইরানি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আকরামি-নিয়া বলেছেন, কোনো ইরানি নারী এ ধরনের পদক্ষেপ নিলে পুরস্কারের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে। তিনি বলেন, ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য কিংবা বৈধভাবে শিকারি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো নাগরিক যদি ইরানের ভূখণ্ডে স্থল আগ্রাসনের সময় মার্কিন বাহিনীর সদস্যকে হত্যা বা আটক করেন, তাহলে তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

আকরামি-নিয়া আরও জানান, এ কাজে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি সেনাবাহিনী তার মূল দামের দ্বিগুণ মূল্যে কিনে একটি সামরিক জাদুঘরে সংরক্ষণ করবে। অস্ত্রটির মালিকের নামও সেখানে উল্লেখ করা হবে এবং সম্মান হিসেবে তাকে একই ধরনের আরেকটি অস্ত্র দেওয়া হবে। ইরানি সেনাবাহিনীর এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি মার্কিন সেনাকে হত্যা বা আটক করে কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করলে ৫ বিলিয়ন তুমান (প্রায় ৩০ হাজার ডলার) পুরস্কার পাবেন।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২২.০৮.২০২৬ নারগীস)

দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলের হামলা থামছে না; নিষিদ্ধ বোমা ব্যবহার

লেবাননের বিরুদ্ধে চলমান আগ্রাসনের ধারাবাহিকতায় দক্ষিণাঞ্চলের নাবাতিয়া এলাকায় ফসফরাসযুক্ত বোমা ব্যবহার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। মেহের নিউজ এজেন্সির বরাত দিয়ে পার্সটুডে জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননের নাবাতিয়া অঞ্চলে হামলার সময় ইসরাইলি বাহিনী ফসফরাসযুক্ত বোমা ব্যবহার করেছে, অথচ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ ধরনের বোমার ব্যবহার নিষিদ্ধ। এদিকে, ইসরায়েলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় দেশটির নাগরিকদের বাড়িঘর উড়িয়ে দেওয়া ও ধ্বংস করার জন্য ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে বলেও খবর পাওয়া গেছে। আল-মায়াদিন টিভি চ্যানেল জানিয়েছে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আরনুন ও কাফরতাবনিত এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে একটি বড়ো ধরনের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এছাড়া, ইসরাইয়েলের মাইস আল-জাবাল এলাকার আশপাশে কামানের গোলাবর্ষণ করেছে দখলদার বাহিনী। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় ৮ হাজার ৯১৫ জন শহীদ এবং ৩০ হাজার ৫৪৩ জন আহত হয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন অব্যাহত রেখে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দক্ষিণ লেবাননে বিমান ও কামান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২২.০৮.২০২৬ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা ব্যর্থ, কানাডার পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০% শুল্ক আরোপ

একটি দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর প্রতিবেশী দেশ কানাডার কিছু পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ২১ আগস্ট স্থানীয় সময় রাতে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার সাংবাদিকদের বলেন, "গত সপ্তাহের শুরুতে যেসব শর্তে কানাডা সম্মত হয়েছিল, সে সব শর্তে আজ (শুক্রবার) রাতে তারা বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।" এর পরই দেশটির পণ্যের ওপর 'ট্রাম্প ট্যারিফ' বা ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। যা শনিবার প্রথম প্রহরে কার্যকর হয়েছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত শর্তে শেষ মুহূর্তের পরিবর্তন ছিল অন্যায্য, অর্থনৈতিকভাবে অযৌক্তিক এবং যেকোনো চুক্তির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন সাপেক্ষ।" তিনি বলেন, কানাডা অবিলম্বে পাল্টা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপের জবাবে 'ডলার ফ্র ডলার' বা 'সমপরিমাণ পাল্টা শুল্ক' আরোপ করবে। জুলাইয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত নতুন উচ্চ শুল্ক কার্যকর হওয়ার আগে একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে ওয়াশিংটন ও অটোয়া আলোচনা চালিয়ে আসছিল। ওই সময়ই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়া রি দিয়েছিলেন, ৩০ দিনের মধ্যে কোনো চুক্তি না হলে কানাডার কিছু পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। রয়টার্স জানিয়েছে, কানাডায় নির্মিত যানবাহনের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং কানাডার ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর শুল্ক অর্ধেক কমিয়ে ২৫ শতাংশে নামানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে কানাডার মোট রপ্তানির প্রায় ৭০ শতাংশই যুক্তরাষ্ট্রমুখী। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের শাস্তিমূলক বাণিজ্যিক পদক্ষেপ কানাডাকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে বলা শঙ্কা করা হচ্ছে। অবশ্য, ওয়াশিংটন ও অটোয়া কোনো চু ক্তিতে পৌঁছালেও, তা কানাডার জনগণ এবং দেশটির ১০টি প্রদেশের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির জন্য বেশ কঠিন হতো বলে ধারণা করা হচ্ছিল। কারণ, ১৯ আগস্ট প্রকাশিত এক জরিপে দেখা গেছে, ৫৬ শতাংশ কানাডীয় চান সরকার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থা ন গ্রহণ করুন এবং আর কোনো ধরনের ছাড় দিতেও নারাজ তারা। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২২.০৮.২০২৬ রনি)

কর্মী নিয়োগে বাংলাদেশের ২৫টি এজেন্সি নির্ধারণ মালয়েশিয়ার

বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগে ২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা প্রকাশ করেছে মালয়েশিয়া। দেশটির ফরেন ওয়ার্কার্স সেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (এফডব্লিউসিএমএস) ওয়েবসাইটে এজেন্সিগুলোর তালিকা দেওয়া হয়েছে। যদিও মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মীদের নিয়োগ কীভাবে হবে, তা এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে।ওয়েবসাইটে এজেন্সিগুলোর নাম কবে আপলোড করা হয়েছে সেটাও উল্লেখ করা হয়নি। পাশাপা শি নতুন ব্যবস্থার অধীনে এজেন্সিগুলো কীভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে, তা নিয়েও বিস্তারিত কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয়, কর্মীদের কাজ না পাওয়া এবং অন্যায় -অত্যাচারের অভিযোগের পর ২০২৪ সালের জুনে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ স্থগিত করে মালয়েশিয়া। চলতি বছরের জুনে মালেয়শিয়া সফর করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। দেশটির প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় শ্রম অভিবাসন নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। ওই আলোচনায় বিদ্যমান সমঝোতা স্মারক পর্যালোচনা এবং একটি সংশোধিত চুক্তি তৈরির জন্য যৌথ ওয়ার্কিং গ্রু প গঠনে সম্মত হয় দুই নেতা। মালয়েশিয়া পরে জানায়, বিদেশী কর্মী নিয়োগে কোটার আবেদন এফডব্লিউসিএমএস -এর 'ই-কোটা'

মডিউলের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হবে। এর মধ্যেই এফডব্লিউসিএমএস -এর ওয়েবসাইটে নতুন করে রিক্রুটিং এজেন্সির নাম দেওয়া হলো। যদিও বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় চালু হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি এবং আগের নিয়োগ প্রক্রিয়ার সমস্যাগুলো নতুন এই ব্যবস্থায় সমাধান হবে কি না , তা নিয়েও উদ্বেগ রয়ে গেছে।এর আগে, সরকার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত চুক্তি সই, কর্মীদের পাসপোর্ট সংগ্রহ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা কোনো অর্থ না নিতে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।। মালয়েশিয়া যে ২৫টি এজেন্সিকে নির্ধারণ করা হয়েছে , সেগুলো হলোঃ বাংলাদেশ ওয়ান ওভারসিজ লিমিটেড , বেঙ্গল হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট , জেনারেল ট্রেডিং কোম্পানি , ইউনাইটেড গালফ সার্ভিসেস , অন্বেষা এয়ার ইন্টারন্যাশনাল, আত-ত্বাকওয়া ওভারসিজ লিমিটেড , আর্থ-স্মার্ট বাংলাদেশ লিমিটেড , খান জাহান আলী ওভারসিজ , মেসার্স আল -সুপ্ত ওভারসিজ , মাদারল্যান্ড ওভারসিজ লিমিটেড , রিফা ইন্টারন্যাশনাল। আরো আছে , ভেলি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, এ-প্লাস ইন্টারন্যাশনাল , আল-হায়াত ওভারসিজ , ভালুকা ওভারসিজ , ব্রাদার্স ট্রেডিং অ্যান্ড কন্ট্রাক্টিং লিমিটেড, চাঁদপুর ইন্টারন্যাশনাল, কান্ট্রি এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি, গুডনেস সার্ভিসেস লিমিটেড, জুয়েল রিংকু এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স সাতক্ষী রা ইন্টারন্যাশনাল , ম্যানগ্রোভ ক্যারিয়ার লিংক , নেইবার অ্যাসোসিয়েটেস লিমিটেড , তানিয়া ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ও দ্য অ্যাংকর কেয়ার গ্লোবাল মাইগ্রেশন। এ তালিকায় বাংলাদেশ ছাড়াও কম্বোডিয়া , ভারত, মিয়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন্স, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ও ভিয়ে তনামের রিক্রুটিং এজেন্সি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২২.০৮.২০২৬ রনি)

মিয়ানমারে ধ্যানরত মানুষের ওপর বিমান হামলা, নিহত ১৪

মিয়ানমারে মধ্যাঞ্চলীয় সাহাইংয়ের একটি বৌদ্ধ বিহারে ধ্যানরত অন্তত একশ মানুষের ওপর দেশটির সামরিক বাহিনী বিমান হামলা চালিয়েছে বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। এতে অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২০২১ সালে এক অভ্যুত্থানে দেশটির ক্ষমতা দখল করে সামরিক জান্তা। শুক্রবারের এই হামলাটিকে দেশটির চলমান গৃহযুদ্ধে গণতন্ত্রপন্থি শক্তির ওপর সর্বশেষ প্রাণঘাতী আক্রমণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। শনিবার সরকা রবিরোধী সংগঠন সিভিল ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি অব মিয়াউং টাউনশিপ (সিডিএসওএম)-এর মুখপাত্র নওয়ে উ বলেন , হামলাটি মধ্য মিয়ানমারের মিয়াউং টাউনশিপের সোয়েল লে ওহ গ্রামে চালানো হয়েছে। তিনি বলেছেন , নিহতদের মধ্যে তিনজন নারী রয়েছেন। এছাড়াও আহত হয়েছেন আরও ২০ জন। ওই গ্রামের একজন বাসিন্দা নিহতের সংখ্যা নিশ্চিত করে বার্তা সংস্থা এপিকে বলেছেন, একটি সামরিক যুদ্ধবিমান ১৫ মিনিটের ব্যবধানে দুটি বোমা নিক্ষেপ করে। ওই গ্রামবাসী আরও বলেন , দ্বিতীয় হামলায় কাছের একটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই হামলার ভুক্তভোগীরা সবাই বেসামরি ক নাগরিক বলেও জানা গেছে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, বৌদ্ধ ধর্মীয় উপবাসকাল উপলক্ষে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী ধ্যান শিবিরে শতাধিক মানুষ অংশ নিচ্ছিলেন। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গণতন্ত্রপন্থি সিডিএসওএম -এর মুখপাত্র নওয়ে উ বলেন , “এটি ভুল করে ক রা কোনো আঘাত নয় , তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই একটি বিহারে হামলা চালিয়েছে। ” মিয়ানমারের জান্তা সরকার এই প্রতিবেদন তৈরি করা পর্যন্ত হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। তবে , সরকারবিরোধীদের প্রতিহত করতে প্রায়ই বিমান হামলা করে সামরিক জান্তারা। দেশটিতে বিমান হামলা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে বলে সতর্ক করেছেজাতিসংঘ। মিয়ানমারের জাতিসংঘের স্বাধীন তদন্ত ব্যবস্থা (আইআইএমএস) সেনা-সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে “ বেসামরিক মানুষের ওপর নির্বিচারে ও ইচ্ছাকৃত বিমান হামলার ” অভিযোগ এনেছে। ১৬ আগস্ট মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই অভিযোগ অস্বীকা র করেছে। তাদের দাবি , সেনা অভিযান শুধু বিদ্রোহী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধেই করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় বলেছে , বেসামরিক মানুষের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে তারা সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী নির্বাচিত নেতা ও নোবেলজয়ী অং সান সু চির সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে নেয়। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২২.০৮.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

জনগণের সচেতনতার মাধ্যমে ঢাকাকে পরিচ্ছন্ন করা হবে ডিএনসিসি প্রশাসক

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) ঘোষিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান কেবল একদিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক বে না। এটি চলমান প্রক্রিয়া এবং জনগণের সচেতনতার মাধ্যমে ঢাকা শহরকে পরিচ্ছন্ন করা হবে। শনিবার (২২ আগস্ট) রাজধানীর মহাখালী জোন -৩ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সামনে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন ডিএনসিসি প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। তিনি জানান , প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঘোষিত 'ক্লিন ঢাকা, গ্রিন ঢাকা' গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ডিএনসিসির প্রতিটি জোনে 'ক্লিন উইক' ঘোষণা করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় মহাখালীতে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হলো। ডিএনসিসির আওতাধীন ওয়ার্ড ও ইউনিট পর্যায়ের পরিচ্ছন্ন তাকর্মীরা প্রতিদিন তাদের নিয়মিত রুটিন অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করছেন বলে উল্লেখ করেন শফিকুল ইসলাম। প্রশাসক জানান, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন বিশাল ভৌগোলিক এলাকা। এই বিপুল জনসংখ্যার শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা সিটি করপোরেশনের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই নাগরিক সুবিধা নিশ্চি ত করার পাশাপাশি নাগরিকদের পক্ষ থেকেও সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, চলার পথে টিস্যু বা অন্যান্য আবর্জনা যেখানে-

সেখানে ফেলার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বাসাবাড়ি ও সামনের আঙিনা পরিচ্ছন্ন রাখলে নির্ধারিত সময়ের আগেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব-২ আব্দুর রহমান সানী। উদ্বোধনের পর শফিকুল ইসলাম ও আব্দুর রহমান সানীর নেতৃত্বে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহের র্যা লি বের করা হয়। অনুষ্ঠানে ডিএনসিসির প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কমোডর মো. হুমায়ুন কবির, সচিব মো. আসাদুজ্জামান, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অঙ্গ - সংগঠনের নেতা এবং বিপুলসংখ্যক পরিচ্ছন্নতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২২.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

বাঁশখালীতে ঈদে মিলাদুন্নবীর মিছিলে বাধার অভিযোগ, উত্তেজনা

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে বের করা জশনে জুলুসের মিছিলে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। শনিবার (২২ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে বাঁশখালী পৌরসভার ভাদালিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পৌরসভার শেষ প্রান্তে সরল ইউনিয়নের সংযোগস্থলে ঈদে মিলাদুন্নবীর জশনে জুলুস বের করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সুন্নি আলেম-ওলামা ও অনুসারীরা। এ সময় আশপাশের এলাকা থেকে অটোরিকশা, পিকআপ ও জিপে করে কয়েকশ মানুষ সেখানে জড়ো হন। মিছিল শুরুর ঠিক আগে স্থানীয় একটি কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কওমিপন্থিরা এতে আপত্তি জানান। মাদ্রাসার সামনের সড়ক দিয়ে জুলুস বা মিছিল যেতে দেওয়া হবে না বলে তারা দাবি করেন। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। এক পর্যায়ে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিভিন্ন এলাকা থেকে আরও সুন্নি অনুসারীরা ঘটনাস্থলে আসতে থাকেন। সংঘর্ষের আশঙ্কায় ভাদালিয়া বাজারের ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে দেন। একপর্যায়ে কওমিপন্থিরা মাদ্রাসার সামনে এবং জুলুসে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা পাশের পুকুরপাড়ে অবস্থান নেন। খবর পেয়ে বাঁশখালী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই পক্ষের মাঝখানে অবস্থান নেয়। পাশাপাশি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বাঁশখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুধাংশু শেখর হালদার বলেন, ঈদে মিলাদুন্নবীর মিছিলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে পুরোনো বিরোধের জেরে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আপাতত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল হক বলেন, ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। তিনি বলেন, দুই পক্ষের মতপার্থক্য ও ক্ষোভ নিরসনে রোববার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও পুলিশের উপস্থিতিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশা করছি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২২.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

তৃণমূলে নারীর অংশ নেওয়া নিশ্চিতে দলগুলোর নীতিতে পরিবর্তন জরুরি

রাজনৈতিক দলগুলোর মানসিকতা ও নীতিতে পরিবর্তন এনে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। তিনি বলেন, দেশের ৫০ শতাংশ নারীকে পিছিয়ে রেখে উন্নয়ন সম্ভব নয়। তৃণমূলের নারীদের ক্ষমতায়ন ও সরাসরি রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়াতে হবে। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে জাতীয় নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন তারা। শনিবার (২২ আগস্ট) রাজধানীর একটি হোটেলে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বে তরুণ নারীদের ক্ষমতায়ন' শীর্ষক সমাপনী সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। জার্মানভিত্তিক রাজনৈতিক ফাউন্ডেশন ফ্রেডরিখ এবার্ট স্টিফটুংয়ের (এফইএস) সহযোগিতায় সংলাপটি আয়োজন করা হয়। সংলাপে শামা ওবায়েদ বলেন, শিক্ষা নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ায়। তবে রাজনীতি ও সমাজে অনলাইন হয়রানিসহ নানা বাধা এখনো রয়েছে। এসব মোকাবিলায় রাষ্ট্র ও সরকারকে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। নারীদের সহায়তা করা একটি নীতিগত বিষয় হওয়া উচিত। তিনি বলেন, এই পথ কখনোই সহজ নয়। যত বাধাই থাকুক, নারীদের মেধা ও আত্মসম্মান নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক রাজনীতির জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সিজিএসের প্রেসিডেন্ট ও সংলাপের সঞ্চালক জিল্লুর রহমান বলেন, বিভিন্ন দল ও মতের নারীরা একসঙ্গে কাজ করেছেন- এটাই এ আয়োজনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। প্রকৃত অন্তর্ভুক্তির জন্য শুধু অংশগ্রহণ নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সম্পদ ব্যবহারে নারীদের কার্যকর ক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে।তিনি বলেন, নারীরা যেন সমাজের সব ক্ষেত্রে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে পারেন, সে জন্য মানুষের মানসিকতারও পরিবর্তন প্রয়োজন। সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য জলি তালুকদার বলেন, সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটের সুযোগ বাড়ানো প্রয়োজন। অর্থ ও পেশিশক্তিনির্ভর রাজনীতি নারীদের এগিয়ে আসার পথে বড় বাধা। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনীহা, দলীয় কাঠামো এবং পরিবারে সম্পত্তিসহ সামাজিক বৈষম্য দূর করা না গেলে এর প্রভাব রাজনীতিতেও থেকে যাবে। এবি পার্টির আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসরিন সুলতানা মিলি বলেন, নারী নেতৃত্ব হলো একটি দেশ ও সমাজ কতদূর এগিয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। রাজনৈতিক দলগুলোকে নারীদের জন্য কার্যকর সুযোগ তৈরি করতে হবে। নেতৃত্ব শুধু সংখ্যায় নয়, গুণগত ও অর্থবহ হতে হবে। এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন বলেন, ছাত্ররাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। বড় রাজনৈতিক দলগুলো এখনো পরিবারতন্ত্রে আবদ্ধ এবং নতুন নারী

নেতৃত্ব তুলে আনতে অনীহা দেখায়। সাইবার বুলিং প্রতিরোধেও রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিকতা ও সক্রিয় ভূমিকা জরুরি। সিজিএসের নির্বাহী পরিচালক পারভেজ করিম আব্বাসী বলেন, আদর্শগত পার্থক্য নির্বিশেষে নারীদের শক্তিশালী করাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। নারীর অধিকার কোনো দয়া নয়, এটি সামাজিক ন্যায়বিচারের অংশ। পরিবর্তিত ভূরাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক বাস্তবতায় বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২২.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

চাঁদাবাজদের সঙ্গে পুলিশ জড়িত থাকলে তাদের তালিকাও করছি

সারাদেশে চাঁদাবাজদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, শুধু চাঁদাবাজদেরই নয়, যে-সব পুলিশ সদস্য এ ধরনের অপকর্মের সঙ্গে জড়িত তাদেরও তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। শনিবার (২২ আগস্ট) বিকেলে সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত ঢামেকের ইএনটি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মো. আসাদুর রহমানকে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, চাঁদাবাজরা রাতারাতি কোটিপতি হতে চায়। চাঁদাবাজরা চিহ্নিত সন্ত্রাসী, দাগি আসামি এবং গডফাদারদের নাম ব্যবহার করে। আমরা শুধু চাঁদাবাজদের তালিকা করছি না, চাঁদাবাজদের সঙ্গে যদি পুলিশ সদস্য জড়িত থাকে তাদের তালিকাও করছি। তিনি বলেন, আজই একটা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে মেট্রো এলাকায়। ডিএমপিসহ দেশের সব মেট্রোপলিটন এলাকায় চাঁদাবাজ, চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারিদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের ধরতে যারা যারা ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, একটি সংঘবদ্ধ চক্র ইএনটি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মো. আসাদুর রহমানের মতো হাইভ্যালু মানুষদের টার্গেট করে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং সর্বশেষ আঘাত করে। চাঁদাবাজিরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। ২০ তারিখের মধ্যে চক্রের সাতজনের মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের প্রশংসা করি, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মূলহোতা তাকে ধরতে পেরেছে। কিন্তু পুলিশের আরও কাজ করা বাকি। এসব সংঘবদ্ধ চাঁদাবাজ যারা আছে সবগুলোকে নির্মূল করতে চাই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২২.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গান-বাজনা-সিনেমা নিষিদ্ধের মতোঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকাটা এরকম যে গান-বাজনা-সিনেমা বহু বছর ধরে তাদের মধ্যে নিষিদ্ধের মতো আরকি। ওখানকার পরিস্থিতি আলাদা। শনিবার (২২ আগস্ট) বিকেলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চাঁদা না দেওয়ায় সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত ঢামেকের ইএনটি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মো. আসাদুর রহমানকে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুলিশ লাইন্সে মধ্যরাতে উচ্চ স্বরে গান বাজানোকে কেন্দ্র করে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকাটা এরকম যে গান-বাজনা-সিনেমা বহু বছর ধরে তাদের মধ্যে নিষিদ্ধের মতো আরকি। ওখানকার পরিস্থিতি আলাদা। পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় যেখানে যা ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার সেটা নিয়েছি। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, চাঁদাবাজ, চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারিদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, চাঁদাবাজরা রাতারাতি কোটিপতি হতে চায়। চাঁদাবাজরা চিহ্নিত সন্ত্রাসী, দাগি আসামি এবং গডফাদারদের নাম ব্যবহার করে। আমরা শুধু চাঁদাবাজদের তালিকা করছি না, চাঁদাবাজদের সঙ্গে যদি পুলিশ সদস্য জড়িত থাকে তাদের তালিকাও করছি। তিনি আরও বলেন, একটি সংঘবদ্ধ চক্রের দুর্বৃত্তদের ইএনটি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. মো. আসাদুর রহমানের মতো হাইভ্যালু মানুষদের টার্গেট করে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং সর্বশেষে আঘাত করে চাঁদাবাজির একটা উদ্দেশ্য ছিল। ২০ তারিখের মধ্যে চক্রের সাতজনের মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি পুলিশের প্রশংসা করি, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মূলহোতাকে ধরতে পেরেছে, কিন্তু পুলিশের আরও কাজ বাকি আছে। এসব সংঘবদ্ধ চাঁদাবাজ যারা আছে সবগুলোকে নির্মূল করতে চাই।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২২.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার৫৬

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের অপরাধপ্রবণ বিভি ন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোট ৫৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার (২২ আগস্ট) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন মো . মনির হোসেন (৪২), মো. সুজন (৪০), মোছা. শিরিন আক্তার (২৫), মো. গিয়াস উদ্দিন ভূঁইয়া (৪৩), মো. নুরুল ইসলাম (৪৯), মো. মারুফ (২৫), মো. সুজন (৩০), মো. ইয়াছিন (২২), মো. আব্দুল্লাহ দেওয়ান (১৯), মো. রাজু (৩৬), মো. রবিউল ইসলাম (৩৫), মো. রাব্বি (২৫), মো. রতন (৩৯), মো. জয় (২৭), মো. সুলাইমান (২৪), মো. নুরুল ইসলাম (৪৯), মো. সেলিম আশরাফী চুয়া সেলিম (৪৫), মো. জসীম (২৬), মো. মানিক (২৯), সৈয়দ ওসামা জালাল, রবিউল ইসলাম (৩৫), মো. জয় (২৭), মো. নাদিম (৪৩), মো. সুজন (৩০), জানু (২৫), মো. রিয়াজুল করিম ওরফে বাদশা (৩০), মো. আমিনুল ইসলাম (২৬), শান্ত চৌধুরী (৩৩), মোহাম্মদ আলী (২২), মো. কামাল হোসেন (৪৫), মো. ইমরান (২৯), মো. শাকিল (৩২), কাওছার (৩২), সিফাত পারভেজ (২৩), মো. রবিন হাওলাদার, মো. রাসেল হোসেন (২৩), মো.

মিরাজ (২১), মোস্তাকিন, মো. বিল্লাল হোসেন (২৬), মো. ইউনুস মিয়া (২৩), মো. জহিরুল ইসলাম (২৮), মো. রমজান শিকদার (৪৩), আল আমিন (৩৬), মো. মাসুদ (৩০), মো. আল আমিন (৩৬), পারভেজ রেজা ওরফে মুন্না (২৫), মো. মিজানুর ওরফে মিজান (২২), এসএম মিকাইল (৩৫), ওমর ফারুক (৩০), মো. বাবলু (৫০), জাহিদুল ইসলাম অনিক (২১), মো. রাসেল ওরফে তপন (১৮), মো. সামিউল ওরফে শামীম (১৮), মো. রায়হান (১৮) ও মো. সাইফুল ইসলাম (৩৬)।তেজগাঁও বিভাগের বরাত দিয়ে নিয়াজ মেহেদী বলেন , গতকাল শুক্রবার (২১ আগস্ট) তেজগাঁও বিভাগের বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় নিয়মিত অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে তেজগাঁও থানা ৬ জন, শেরেবাংলা নগর থানা ৫ জন, মোহাম্মদপুর থানা ২৪ জন, আদাবর থানা ৪ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা ৭ জন ও হাতিরঝিল থানা -পুলিশ ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২২.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

মাদকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক প্রতিরোধ গড়তে হবে মীর হেলাল

মাদকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন ভূমি মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। তিনি বলেন , মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অ ভিযান যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের প্রতিটি স্তরে সচেতনতা বাড়াতে হবে। শনিবার (২২ আগস্ট) বিকেলে চট্টগ্রাম পুলিশ লাইন্স সিভিক সেন্টারে জেলা পুলিশের আয়োজনে 'মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে সম্মিলিত অঙ্গীকার ' শীর্ষক মাদকবিরোধী সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সমাবেশে প্রশাসন , পুলিশ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, আইনশৃঙ্খলা ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তা , আইনজীবী, শিক্ষক-শিক্ষাবিদ, ধর্মীয় নেতা, পরিবহন মালিক -শ্রমিক, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পাশাপাশি গিতা , ত্রিপিটক ও বাইবেল থেকে পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার মো . মাসুদ আলম স্বাগত বক্তব্যে বলেন , মাদক কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের একক সমস্যা নয়। এটি সমাজ, আইনশৃঙ্খলা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বড় হুমকি। মাদক নিয়ন্ত্রণে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি পরিবার , শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমসহ সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত ভূমিকা প্রয়োজন।সমাবেশে প্রধান আলোচক চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী বলেন , মাদকের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। মাদক ব্যবসায়ী ও সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি মাদকের চাহিদা তৈরির কারণগুলোও মোকাবিলা করতে হবে।বক্তারা বলেন, শুধু অভিযান ও গ্রেফতারের মাধ্যমে মাদকের বিস্তার রোধ করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি , পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালী করা , নৈতিক শিক্ষা, তরুণদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা এবং মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন জোরদার করা। সমাবেশ থেকে মাদক ব্যবসায়ী, সরবরাহকারী ও সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন , তরুণ প্রজন্মকে ইতিবাচক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা এবং পরিবারভিত্তিক সচেতনতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পরে মাদকবিরোধী জনসচেতনতা বাড়াতে একটি র্যালি বের করা হয়। এতে পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। র্যালি থেকে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং তরুণ সমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখার আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা প্রত্যয় ব্যক্ত করেন , মাদকের বিরুদ্ধে অবস্থান হবে সম্মিলিত , প্রতিরোধ হবে সামাজিক এবং অভিযান হবে আইনানুগ ও ধারাবাহিক।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২২.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

তেজগাঁও থানা আকস্মিক পরিদর্শনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আকস্মিক তেজগাঁও থানা পরিদর্শন করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। শনিবার (২২ আগস্ট) বিকেলে পরিদর্শনকালে মন্ত্রী থানার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অবকাঠামোগত অবস্থা এবং সাধারণ মানুষের সেবা পাওয়ার মান সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। এসময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থানায় দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি থানা ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে অবস্থি ত পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক কক্ষ , ডিউটি অফিসারের কক্ষ , তদন্ত কর্মকর্তাদের অফিস কক্ষ, হাজতখানা এবং পুলিশ সদস্যদের আবাসন ব্যারাক ও ডাইনিং স্পেস (মেস) ঘুরে দেখেন।থানার ব্যারাক পরিদর্শনের সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানে অবস্থানরত পুলিশ সদস্যদের আবাসন ব্যবস্থা , মেসের সার্বিক খাদ্যের মান এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন। একই সঙ্গে থানায় কর্মরত পুলিশ সদস্যদের নাইট ডিউটি ও শিফটিং ডিউটির সুনির্দিষ্ট সময়সূচি ও কাজের পরিবেশ সম্পর্কে খোঁজ -খবর নেন। পরিদর্শনকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তেজগাঁও থানায় সেবা নিতে আসা সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গেও সরাসরি কথা বলেন। জিডি (সাধারণ ডায়েরি) বা অভিযোগ জমা দিতে আসা ভুক্তভোগীদের সমস্যার কথা ধৈর্য সহকারে শোনেন এবং তাদের অভিযোগগুলো দ্রুত ও স্বচ্ছতার সঙ্গে নিষ্পত্তির জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা -সহ সংশ্লিষ্টদের তাৎক্ষণিক নির্দেশ দেন। এসময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন , পুলিশের মূল কাজই হলো জনগণের সুরক্ষা ও সেবা দেওয়া। থানাকে প্রতিটি মানুষের আস্থা ও ভরসাস্থল হতে হবে। নাগরিকরা

যেন নির্ভয়ে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে থানায় আসতে পারেন এবং কোনো মাধ্যম ছাড়া নিজের সমস্যা সরাসরি জানাতে পারেন আমরা সেই পরিবেশ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।পরিদর্শনকালে মন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির , ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২২.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন, সম্পর্ক আরও সুদৃঢ়ের প্রত্যাশা যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অভিনন্দন জানিয়েছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। শনিবার (২২ আগস্ট) দূতাবাসের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ অভিনন্দন জানানো হয়। পোস্টের সঙ্গে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেনের একটি পুরোনো ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে। অভিনন্দন বার্তায় বলা হয়, 'রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যাশা করছে যুক্তরাষ্ট্র।'দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শুক্রবার (২১ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথ নেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তাকে শপথবাক্য পাঠ করান ভারপ্রাপ্ত স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। শপথ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডা. জুবায়দা রহমান, সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস, বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমানসহ মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য, কূটনীতিক, রাজনৈতিক নেতা ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি। এর আগে বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ২৫৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তার প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্যের প্রার্থী কর্নেল (অব.) অলি আহমদ পান ৮৮ ভোট। একই দিন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২২.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

চাঁদাবাজদের সঙ্গে পুলিশ জড়িত থাকলে তাদের তালিকাও করছি

সারাদেশে চাঁদাবাজদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন , শুধু চাঁদাবাজদেরই নয়, যেসব পুলিশ সদস্য এ ধরনের অপকর্মের সঙ্গে জড়িত তাদেরও তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।শনিবার (২২ আগস্ট) বিকেলে সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত ঢামেকের ইএনটি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা . মো. আসাদুর রহমানকে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন , চাঁদাবাজরা রাতারাতি কোটিপতি হতে চায়। চাঁদাবাজরা চিহ্নিত সন্ত্রাসী , দাগি আসামি এবং গডফাদারদের নাম ব্যবহার করে। আমরা শুধু চাঁদাবাজদের তালিকা করছি না, চাঁদাবাজদের সঙ্গে যদি পুলিশ সদস্য জড়িত থাকে তাদের তালিকাও করছি। তিনি বলেন , আজই একটা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে মেট্রো এলাকায়। ডিএমপিসহ দেশের সব মেট্রোপলিটন এলাকায় চাঁদাবাজ, চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারিদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের ধরতে যারা যারা ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন , একটি সংঘবদ্ধ চক্র ইএনটি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা . মো. আসাদুর রহমানের মতো হাইভ্যালু মানুষদের টার্গেট করে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং সর্বশেষ আঘাত করে। চাঁদাবাজিরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। ২০ তারিখের মধ্যে চক্রের সাতজনের মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের প্রশংসা করি , ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মূলহোতা তাকে ধরতে পেরেছে। কিন্তু পুলিশের আরও কাজ করা বাকি। এসব সংঘবদ্ধ চাঁদাবাজ যারা আছে সবগুলোকে নির্মূল করতে চাই।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২২.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শনিবার (২২ আগস্ট) সকাল ১০টা ২০ মিনিটে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌ ধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি। এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন রাষ্ট্রপতি। এ সময় বিউগলে বাজানো হয় করুণ সুর। শ্রদ্ধা নি বেদন শেষে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে রাখা পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। পরে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

শিল্পখাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহের আহ্বান ঢাকা চেম্বারের

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ , সুদের হার হ্রাস ও জ্বালানি নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে শিল্পখাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। একই সঙ্গে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশে নেমে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংগঠনটি। শনিবার (২২ আগস্ট) রাজধানীর মতিঝিলে ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ এসব কথা হলেন। '২০২৬ অর্থবছরের দ্বি-বার্ষিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি; প্রেক্ষিত রাজস্ব ও মুদ্রানীতি

এবং বেসরকারিখাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

মির্জা ফখরুল ইসলাম রাষ্ট্রপতি হওয়ায় ঠাকুরগাঁও-১ আসন শূন্য ঘোষণা

রাষ্ট্রপতি হয়েছেন ঠাকুরগাঁও-১ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফলে সংবিধান অনুযায়ী তার ওই সংসদীয় আসনটি শূন্য ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়। শনিবার (২২ আগস্ট) জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের লেজিসলেটিভ সাপোর্ট উইংয়ের (আইন প্রণয়ন শাখা -২) সচিব ব্যারিস্টার মো. গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে , বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকা ঠাকুরগাঁও -১ আসন হতে নির্বাচিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুক্রবার (২১ আগস্ট) বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করায় ওই আসনটি সংবিধানের ৫০(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে শূন্য হলো। বিজ্ঞপ্তিটি অবিলম্বে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য সরকা রি মুদ্রণালয়ে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শূন্য হওয়া আসনটিতে উপ -নির্বাচন আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর পাঠানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হলেন আন্দালিভ রহমান

আন্দালিভ রহমানকে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। শুক্রবার (২১ আগস্ট) সন্ধ্যায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমান। এরপর মধ্যরাতে তাকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি ভোলা-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে রয়েছেন ইয়াসের খান চৌধুরী। এছাড়া প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা হিসেবে আছেন জাহেদ উর রহমান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

বেনাপোলে পাঁচ মরদেহের অপেক্ষায় স্বজনরা

কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকায় মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে নিহত কুষ্টিয়ার চারজন ও সাভারের একজনের মরদেহ দেশে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন স্বজনরা। বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের ওসি ফেরদৌস হোসেন খান বলেন, শনিবার দুপুর ২টার দিকে তাদের মরদেহ দেশে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে নিহত বাংলাদেশিদের মধ্যে রয়েছেন- কুষ্টিয়ার আড়ুয়াপাড়ার সাংবাদিক দেবাশীষ দত্ত (৪০), তার স্ত্রী আফসানা শারমীন (২৫), তিন বছরের ছেলে স্বর্ণশীষ দত্ত ও শ্বশুর মো. আকরাম আলী (৬৪) এবং সাভারের আমিনবাজারের বেগুনবাড়ি এলাকার আহম্মেদ বাবু। ৩৭ বছর বয়সি বাবু ওই এলাকার আদম আলীর ছেলে। মরদেহ সংগ্রহের জন্য শুক্রবার বিকেল থেকেই বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট এলাকায় অবস্থান করছেন আহম্মেদ বাবুর স্বজনরা। মরদেহ নিতে আসা আহম্মেদ বাবুর মেজো ভাই মনির হোসেন বলেন, সোমবার রাতে ব্যাবসায়িক কাজে কলকাতা যান আহম্মেদ বাবু। সেখান থেকে পরিবারের সঙ্গেও কথা হয় কিন্তু কলকাতার হোটেলে ভয়াবহ আগুন লাগার পর আর বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। বুধবার দুপুরে ভারতীয় হাইকমিশন থেকে মোবাইল ফোনে নিহতের খবর জানানো হয়। পরবর্তীতে ভারতীয় হাইকমিশন থেকে নিহতের ছবি পাঠালে পরিবারের পক্ষ থেকে বাবুকে শনাক্ত করা হয়। দেবাশীষ দত্ত ও তার স্বজনদের মরদেহ গ্রহণ করতে কুষ্টিয়া থেকে রওনা দিয়েছেন স্বজন ও সাংবাদিকরা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

যশোর হাসপাতালে তিন লাখ টাকার সরকারি ওষুধ নয়ছয়!

যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের প্রায় তিন লাখ টাকা মূল্যের ওষুধ নয়-ছয়ের অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালের মেডিসিন স্টোর থেকে ফার্মেসিতে নেওয়ার পথে প্রায় তিন লাখ টাকা মূল্যের ৫ হাজার পিস কেফুক্লেভ ট্যাবলেট খোয়া যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ২৭ জুন হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট ইনচার্জ জহুরুল ইসলাম মেডিসিন স্টোরের রেজিস্ট্রারে স্বাক্ষর করে এসব ওষুধ উত্তোলন করেন। তবে পরে হাসপাতালের মূল ফার্মেসিতে ওই ওষুধ জমা, রোগীদের মধ্যে বিতরণ কিংবা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্টক ও রেজিস্ট্রার পর্যালোচনা শুরু করেছে এবং ঘটনা তদন্ত করছে। স্থানীয় ফার্মেসিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতি পিস কেফুক্লেভের দাম প্রায় ৬০ টাকা। সে হিসাবে ৫ হাজার পিস ট্যাবলেটের বাজারমূল্য প্রায় তিন লাখ টাকা। এদিকে, প্রায় দুই মাস ধরে হাসপাতালের বহির্বিভাগে কেফুক্লেভ ট্যাবলেটের সরবরাহ নেই বলে চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে। ফলে হাসপাতালের ফার্মেসি থেকে বিনামূল্যের এই অ্যান্টিবায়োটিক না পেয়ে দরিদ্র রোগীদের বাইরে থেকে টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। হাসপাতালের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক সূত্র অভিযোগ করেছে, বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে কেফুক্লেভ সংগ্রহ করে রেজিস্ট্রারের ঘাটতি সমন্বয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

এমআরআই করার সময় চলে যায় বিদ্যুৎ, ভোগান্তিতে রোগী-স্বজনরা

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে প্রায় দুই ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েন চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও তাদের স্বজনরা। এমনকি এমআরআই পরীক্ষা করানোর সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় মাঝপথেই মেশিন বন্ধ হয়ে যায় বলে জানান চিকিৎসা নিতে আসা রোগী। শনিবার (২২ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ না থাকায় টিকিট কাটতে, বিভিন্ন পরীক্ষা করাতে ও চিকিৎসাসেবা নিতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন তারা। মো. ইমরান নামে এক ভুক্তভোগী বলেন, দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও বিদ্যুৎ না থাকায় টিকিট কাটতে পারিনি। চিকিৎসকের পরামর্শ দেওয়া কয়েকটি পরীক্ষা করাতে না পেরে ফিরে যেতে হয়েছে। সুজন দাস নামে আরেক রোগী বলেন, এমআরআই পরীক্ষা চলার সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। এতে মেশিন বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা পর আবার পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. তসলিম উদ্দীন বলেন, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকলেও হাসপাতালের নিজস্ব জেনারেটরের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা চালু রাখা হয়েছিল। বিশেষ করে অপারেশন থিয়েটার, জরুরি বিভাগ, সার্জারি ওয়ার্ড, আইসিইউ, সিসিইউ ও এইচডিইউ সচল রাখা হয়। তার দাবি, এতে বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়নি। বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখার বিষয়টি আগে থেকেই জানানো হয়েছিল। চমেক হাসপাতালের আশপাশের কয়েকটি এলাকাতেও প্রায় দেড় থেকে দুই ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। তবে, বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে আগাম জানানো হলেও হাসপাতালের বহির্বিভাগ, টিকিট কাউন্টার ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কার্যক্রমে এর প্রভাব পড়ায় রোগী ও স্বজনদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

ভারী বৃষ্টিতে খাগড়াছড়িতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত-পাহাড়ধস

খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় আকস্মিক ভারী বৃষ্টিতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। শুক্রবার (২১ আগস্ট) মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া টানা বৃষ্টিতে মাইনী নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। মাত্র তিন ঘণ্টায় ১০৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এতে দীঘিনালা উপজেলার মেরুং, কবাখালী ও বোয়ালখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন নিম্নাঞ্চলে পানি ঢুকে পড়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে দীঘিনালা -মেরুং সড়কের কয়েকটি অংশ পানিতে তলিয়ে গেছে। কোথাও কোথাও সড়কের ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়ায় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। একইসঙ্গে পানিতে ডুবে গেছে আমনের খেত। নিম্নাঞ্চলের অনেক বসতবাড়িতেও পানি প্রবেশ করেছে। হঠাৎ করে পানি বেড়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়রা জানান , শুক্রবার মধ্যরাতের পর অল্প সময়ের মধ্যেই বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে পাহাড়ি ছড়া ও নদ -নদীর পানি দ্রুত বৃদ্ধি পে তে থাকে। রাতের বৃষ্টির পর সকাল হতে না হতেই বিভিন্ন নিচু এলাকায় পানি জমে যায়। অনেক পরিবার ঘরের ভেতর পানি ঢুকে পড়ায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত দে বলেন , সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে দেখি রাস্তা পানিতে ডুবে গেছে , আমাদের যাতায়াত করতে অসুবিধা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

রোববার বঙ্গভবনে উঠবেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

নতুন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আগামীকাল রোববার (২৩ আগস্ট) বঙ্গভবনে উঠবেন। রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানা নো হয়েছে। রোববার সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবন থেকে বঙ্গভবনের উদ্দেশে রওয়ানা হবেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বঙ্গভবনে যাওয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার আনুষ্ঠানিক বাসভবনে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হবে। শুক্রবার (২১ আগস্ট) সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের দরবার হলে দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। জাতীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত স্পিকার কায়সার কামাল তাকে শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার দায়িত্ব গ্রহণ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

গুণীজনের অবদান নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে ফকির মাহবুব আনাম

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম বলেছেন , সমাজ ও দেশের জন্য যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন - ধর্ম, দল বা পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে তাদের অবদানকে স্বীকৃতি ও সম্মান জানানোর পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কাছে তা তুলে ধরতে হবে। এ ধরনের ইতিহাস ও অবদান তরুণদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করবে। শুক্রবার (২১ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ওসমান জামাল মিলনায়তনে 'শত বছরের সফল ব্যক্তি স্মারক সম্মাননা এবং প্রকাশনা ও সংবর্ধনা -২০২৬' অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেছেন। ফকির মাহবুব আনাম বলেন , বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস কমে যাচ্ছে। একই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষতিকর ও অনুপযুক্ত কনটেন্টের বিস্তার শিশু -কিশোরদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ বিষয়ে সরকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করছে। মন্ত্রী আরও বলেন , কৃত্রিম বু দ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে ভুয়া ও ক্ষতিকর কনটেন্ট তৈরির প্রবণতাও উদ্বেগজনক। এসব অপব্যবহার প্রতিরোধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কাজ করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি কার্যকর কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, টাঙ্গাইলের অনেক গুণী ব্যক্তি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজসেবা ও জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তাদের কর্ম ও অবদান সংরক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে বই প্রকাশ ও গ্রন্থাগারে তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এ ধরনের উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

মির্জা ফখরুলকে নেপালের প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন

নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌডেল। শুক্রবার (২১ আগস্ট) রাতে ঢাকায় নেপাল দূতাবাসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এক অভিনন্দন বার্তায় নেপালের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে তার দায়িত্ব পালনে সাফল্য কামনা করেন। রামচন্দ্র পৌডেল নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদাররের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি দুই দেশের জনগণের মধ্যে বিদ্যমান গভীর সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে নেপালের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বিদ্যমান ঘনিষ্ঠ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আগামী দিনগুলোতে আরও বিকশিত হবে বলে নেপালের প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

ওমরাহ করলেন আসিফ মাহমুদ

পবিত্র ওমরাহ পালন করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ডায়াস্পোরা বিষয়ক উপ-কমিটির প্রধান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বৃহস্পতিবার (২০ আগস্ট) রাতে তিনি পবিত্র নগরী মক্কায় পৌঁছে ওমরাহ সম্পন্ন করেন। এ সময় তিনি দেশবাসীর কল্যাণ কামনায় দোয়া করেন। শনিবার (২২ আগস্ট) এনসিপির মিডিয়া সেল থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে, বৃহস্পতিবার দুপুরের ফ্লাইটে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক ঢাকা ছাড়েন তিনি। তার সঙ্গে এই সফরে এনসিপির অন্যান্য নেতারাও রয়েছেন। এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ডায়াস্পোরা বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য আয়মান রাহাড, এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য এবং মিডিয়া উপ-কমিটির সদস্য ইয়াসির আরাফাত, ন্যাশনাল ওলামা অ্যালায়েন্সের সদস্য সচিব মাওলানা সানাউল্লাহ খান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক তারেক এ আদেলসহ আরও কয়েকজন সফরসঙ্গী রয়েছেন। ওমরাহ পালন শেষে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন এনসিপি নেতারা। এনসিপি মুখপাত্র এ সময় সৌদি আরবে অবস্থানরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বর্তমানে তিনি পবিত্র নগরী মক্কায় অবস্থান করছেন, এরপর তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় যাবেন। আগামী ৩০ আগস্ট তার ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

জিয়া ও খালেদার সমাধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রীর শ্রদ্ধা

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সাচিং প্রু জেরী। শনিবার (২২ আগস্ট) শেরেবাংলা নগর থানাধীন জিয়া উদ্যানে তিনি জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এ সময় মন্ত্রীর সঙ্গে বান্দরবান জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

সড়কপথে যুক্ত হচ্ছে ভোলা, দ্রুত উদ্যোগ নিতে নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

দ্বীপ জেলা ভোলাকে দেশের মূল সড়ক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করতে রহমতপুর–হিজলা–মেহেন্দিগঞ্জ–ভোলা রুটে মহাসড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ উদ্যোগ দ্রুত এগিয়ে নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (২৩ আগস্ট) তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি মোস্তফা জুলফিকার হাসান শিপলু এ তথ্য জানান। সভায় ভোলার সঙ্গে ঢাকা ও বরিশালের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনে তিনটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত বরিশাল-রহমতপুর-হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ-ভোলা রুটটি বেছে নেওয়া হয়েছে। এ রুটে মহাসড়ক নির্মাণের মাধ্যমে ভোলাকে দেশের মূল সড়ক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সভায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বাড়াতে সমন্বিত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ভোলাকে দেশের মূল সড়ক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ দ্রুত এগিয়ে নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন তিনি। প্রকল্পসংশ্লিষ্টরা জানান, প্রস্তাবিত রুটে বিদ্যমান সড়ক প্রশস্ত করার পাশাপাশি নতুন সড়ক ও তিনটি ছোট সেতু নির্মাণ করতে হবে। এ জন্য প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা ও বাস্তবায়নযোগ্যতা দ্রুত যাচাই করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভোলার সঙ্গে বরিশাল, ঢাকা ও দেশের অন্যান্য এলাকার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ তৈরি হবে। এতে যাতায়াতের সময় ও খরচ-দুটিই কমবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। নদীবেষ্টিত হওয়ায় ভোলার মানুষের যোগাযোগে দীর্ঘদিন ধরে নৌপথের ওপর নির্ভরতা রয়েছে। নতুন সড়ক সংযোগ তৈরি হলে সেই নির্ভরতা কমবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

জ্বালানির উচ্চমূল্য পরিশোধে ৫ বিলিয়ন ডলার বাড়তি খরচ করতে হয়েছে

জ্বালানির উচ্চমূল্য পরিশোধ করতে গিয়ে সরকারকে ৫ বিলিয়ন ডলার বাড়তি খরচ করতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য এনার্জি সিকিউরিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার প্রত্যেকটি এনার্জি সেক্টরে তিন মাসের রিজার্ভ নিশ্চিতে কাজ করছে। শনিবার (২২ আগস্ট) রাজধানীর মতিঝিলের ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে আয়োজিত '২০২৬ অর্থবছরের দ্বি-বার্ষিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি : প্রেক্ষিত রাজস্ব ও মুদ্রানীতি এবং বেসরকারিখাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ। এতে আরও বক্তব্য রাখেন পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ও ব্র্যাকের চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি) বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান এবং পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) চেয়ারম্যান ড. জায়েদি সাত্তার, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, ট্রান্সকম গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিমিন রহমান প্রমুখ। অর্থমন্ত্রী বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার সময় দেশের কোনো কোনো এনার্জি খাতে ১৫ দিন বা ১৭ দিনের রিজার্ভও ছিল না। বর্তমানে সেই রিজার্ভ এক মাসে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। এখন এটিকে তিন মাসে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

'৩ ঘণ্টা অপেক্ষার পর মিলেছে ১২০ টাকার গ্যাস'

গ্যাস সংকটে ভোগান্তি কমছে না সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালকদের। দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও প্রয়োজন অনুযায়ী গ্যাস না পাওয়ায় দিনের বড় একটি সময় কেটে যাচ্ছে সিএনজি স্টেশনে। এতে একদিকে যেমন আয় কমছে, অন্যদিকে দৈনিক জমার টাকা পরিশোধ করাও কঠিন হয়ে পড়ছে চালকদের। শনিবার (২২ আগস্ট) দুপুরে চালকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গ্যাস নিতে একটি সিএনজি স্টেশনে গিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি গ্যাসও দেওয়া হচ্ছে না। প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর ১২০ টাকার গ্যাস নিয়ে আবার রাস্তায় বের হতে হচ্ছে তাদের। রাজধানীর মগবাজারে চালক নজরুল বলেন, একটি গাড়ি নিয়ে দিনে দুইবার গ্যাস নিতে হয়। কিন্তু গ্যাসের চাপ কম থাকায় প্রতিবারই দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। দুই দফায় গ্যাস নিতে গিয়ে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা সময় চলে যাচ্ছে। ফলে যাত্রী পরিবহনের জন্য রাস্তায় থাকার সময় কমে যাচ্ছে এবং স্বাভাবিকভাবেই আয়ও কমে যাচ্ছে। চালকরা বলছেন, আগে যে সময়ে কয়েকটি ট্রিপ দিয়ে ভালো আয় করা সম্ভব হতো, এখন সেই সময়ের বড় অংশই চলে যাচ্ছে গ্যাসের লাইনে। গ্যাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে অনেক সময় যাত্রীও পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে দিন শেষে কাঙ্ক্ষিত আয় না হওয়ায় সংসারের খরচ মেটানো কঠিন হয়ে পড়েছে। চালকদের অনেকের ক্ষেত্রে প্রতিদিন গাড়ির মালিককে ১২০০ টাকা জমা দিতে হয়। এর বাইরে জ্বালানি খরচ, খাবারসহ অন্যান্য ব্যয় রয়েছে। কিন্তু গ্যাস সংকটের কারণে দীর্ঘ সময় স্টেশনে অপেক্ষা করায় অনেক দিন এই ১২০০ টাকা জমার অর্থই তুলতে পারছেন না তারা। আরেক চালক সুমন বলেন, গ্যাস নিতে তিন ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ১২০ টাকার গ্যাস নিয়ে আবার রাস্তায় বের হই। দিনে দুইবার গ্যাস নিতে গেলে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা শুধু স্টেশনেই চলে যায়। এরপর গাড়ি চালানোর সময় থাকে কম। দিন শেষে মালিকের জমার টাকাই অনেক সময় উঠাতে পারি না। গ্যাস সংকটের সমাধানে দ্রুত সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান চালকরা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

বিশ্বজয়ী হাফেজদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া উচিত: চরমোনাই পীর

দেশের যেসব তরুণ আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করে বিশ্বের দরবারে দেশের সম্মান উজ্জ্বল করছেন তাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। শনিবার (২২ আগস্ট) দুপুরে বরিশালের চরমোনাই জামেয়া রশিদিয়া আহসানাবাদে সৌদি আরবের আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতায় ১৩৩ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে ১৫ পারা বিভাগে প্রথম স্থান অর্জনকারী হাফেজ মো. নুরুদ্দিন জাকারিয়ার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। চরমোনাই পীর বলেন, বহু বছর ধরেই বাংলাদেশের তরুণ হাফেজে কোরআনরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানসহ শীর্ষস্থান অর্জন করে আসছেন। শতাধিক দেশের প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে তারা দেশের নাম ও সম্মান উজ্জ্বল করছেন। এটি দেশের জন্য গৌরবের বিষয়। তিনি বলেন, এসব বিশ্বজয়ী হাফেজে কোরআনকে রাষ্ট্রীয় সম্মান দেওয়া উচিত। তাদের অর্জনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপন করে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

অনৈতিক সম্পর্কের কথা জানার পর অর্থ-চাকরির প্রলোভন দেখান গাজী নজরুল

অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ জানার পর বহিষ্কৃত জামায়াত নেতা ও সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলাম তাকে অর্থ দেওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত সহকারী ও গাড়িচালক হিসেবে কাজের প্রস্তাব দেন বলে দাবি করেছেন ওবায়দুর রহমান। ওবায়দুর রহমানের অভিযোগ, গত ১৯ জুন তার ভাগনির কাছ থেকে গাজী নজরুল

ইসলামের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টি জানতে পারেন তিনি। পরদিন এমপি হোস্টেলে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে মুখোমুখি কথা বললে গাজী নজরুল তা স্বীকার করেন বলে দাবি করেন ওবায়দুর। এ সময় তাকে অর্থ ও চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়। অর্থ গ্রহণ না কর লেও ভাগনির নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে চাকরির প্রস্তাব গ্রহণ করেন বলে জানান তিনি। শনিবার (২২ আগস্ট) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব) মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করে নিজের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান ওবায়দুর র হমান। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ওবায়দুর রহমান অভিযোগ করেন , গাজী নজরুল ইসলাম তাকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। তার দাবি, এমপির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালানো হয় এবং পরে হয়রানি করতে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

মন্ত্রিত্ব পেয়েই জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার সমাধিতে আন্দালিভ পার্থ

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আন্দালিভ রহমান পার্থ । শনিবার (২২ আগস্ট) বিকেলে শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে জিয়ারত , ফাতেহা পাঠ ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মন্ত্রী। এ সময় বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) মহাসচিব আব্দুল মতিন সউদসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে শুক্রবার (২১ আগস্ট) সন্ধ্যায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বিজেপির চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমান। এরপর মধ্যরাতে তাকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি ভোলা-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

হামের উপসর্গে আরও ২ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৮৮০

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ৮৮০টি শিশু। শনিবার (২২ আগস্ট) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম -বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় , গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ২ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৮৩১টি শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৯৯টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এই সময়ে মোট ৯৩০টি শিশু মারা গেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

হাইকোর্টে ১৩ কার্যদিবসে ৬৭ হাজারের বেশি পুরোনো মামলা নিষ্পত্তি

হাইকোর্ট বিভাগের পুরোনো মামলা নিষ্পত্তির বিশেষ কার্যক্রমে মাত্র ১৩ কার্যদিবসে ৬৭ হাজার ৩৫৫টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ হাজার ৪৪৮টি পুরোনো ক্রিমিনাল মিস মামলা এবং বাকি ৬ হাজার ৯০৭টি পুরোনো রিট মামলা। শনিবার (২৩ আগস্ট) সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ ক র্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান , গত ২০ আগস্ট হাইকোর্ট বিভাগের ১৩টি ক্রিমিনাল মোশন বেঞ্চে ৪ হাজার ৭১৮টি পুরোনো ক্রিমিনাল মিস মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এর ফলে বিশেষ কার্যক্রম শুরুর পর ১৩ কার্যদিবসে মোট ৬০ হাজার ৪৪৮টি পুরোনো ক্রিমিনাল মিস মামলা নিষ্পত্তি হলো। এ ছাড়া , একই সময়ে পুরোনো ক্রিমিনাল মিস মামলা ও পুরোনো রিট মামলা মিলিয়ে মোট ৬৭ হাজার ৩৫৫টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মাত্র ১৩ কার্যদিবসে মোট ৬০ হাজার ৪৪৮টি পুরোনো ক্রিমিনাল মিস মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। পুরোনো মামলা নিষ্পত্তির বিশেষ কার্যক্রম শুরুর পর এ পর্যন্ত পুরোনো ক্রিমিনাল মিস ও রিট মামলা মিলিয়ে মোট ৬৭ হাজার ৩৫৫টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

রোববার বঙ্গভবনে যাবেন রাষ্ট্রপতি, দেয়া হবে গার্ড অব অনার

দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আগামীকাল রোববার বঙ্গভবনে যাবেন। সেখানে তাকে গার্ড অব অনার দেবে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের চৌকস দল। শনিবার রাষ্ট্রপতির কার্যালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, রাজধানীর মিন্টো রোডের বাসভবন থেকে রোববার বেলা ১১টায় বঙ্গভবনে যাবেন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। পরে সেখানে তাকে গার্ড অব অনার দেবে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের চৌকস দল। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

বিদ্যুৎ-গ্যাস সংকট কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে: অর্থমন্ত্রী

বিদ্যুৎ ও গ্যাসের চলমান সংকট এক দিনে সমাধান করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, এ সংকট বর্তমান সরকারের তৈরি নয়; আগের সরকারের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। তবে পরিস্থিতির উন্নতিতে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সম্পদ কাজে লাগাচ্ছে। শনিবার রাজধানীর মতিঝিলে ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত '২০২৬ অর্থবছরের দ্বি-বার্ষিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি; প্রেক্ষিত রাজস্ব ও মুদ্রানীতি এবং বেসরকারিখাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন

তিনি। অর্থমন্ত্রী বলেন, দায়িত্ব নেয়ার সময় দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে মজুতের অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ১৭ দিনের মজুতও ছিল না। এখন তা এক মাসে উন্নীত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি খাতে তিন মাসের মজুত গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। কারণ অর্থনীতির উন্নয়নে জ্বালানি নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সমস্যা সমাধানে সময় লাগবে। সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ কাজে লাগাচ্ছে। তবে সবকিছু সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। তাই শিল্প খাতকে এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিতে হবে। ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ ও গ্যাস পরিস্থিতির উন্নতি হবে। জ্বালানি সংকটের কারণে ব্যাবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উল্লেখ করে আমির খসরু বলেন, এর প্রভাব খেলাপি ঋণের ওপরও পড়ছে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ পুনঃতফসিল ও গ্রেস পিরিয়ডসহ একটি প্যাকেজ দিয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ ধরতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে কঠোর নির্দেশ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, 'অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে যে-সব কর্মকর্তা ব্যর্থ হবেন, তাদের বিরুদ্ধেও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শনিবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চাঁদা না দেওয়ায় হামলার শিকার চিকিৎসক আসাদুর রহমানকে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'চিহ্নিত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে। সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের নির্মূল করা হবে। সারা দেশে চাঁদাবাজদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি জানান, 'শুধু চাঁদাবাজদেরই নয়, যে-সব পুলিশ সদস্য এ ধরনের অপকর্মের সঙ্গে জড়িত, তাদেরও তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, 'এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া হয়নি। দ্রুত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।'চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনার হালনাগাদ জানিয়ে মন্ত্রী জানান, 'ওই ঘটনায় জড়িত সাতজনের অপরাধী চক্রটির মধ্যে ইতোমধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর অভিযান অব্যাহত রয়েছে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিকিৎসকদের কাছ থেকে ডা. আসাদুর রহমানের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। দ্রুত সুস্থতা কামনা ও তার চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। গত সোমবার রাজধানীতে সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত হন ডা. আসাদুর রহমান। বর্তমানে তিনি ঢামেকে চিকিৎসাধীন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

ভারতের দেওয়া বক্তব্য 'আধিপত্যবাদের স্টেটমেন্ট: সারজিস আলম

ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে দেওয়া সাম্প্রতিক বিভিন্ন বক্তব্যকে 'আধিপত্যবাদের স্টেটমেন্ট' বলে মন্তব্য করেছেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম। শনিবার দুপুরে কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের হলরুমে দলের কক্সবাজার জেলা সাংগঠনিক সমন্বয় সভা ও রাজনৈতিক কর্মশালায় তিনি এ মন্তব্য করেন। সারজিস আলম বলেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাভাবিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা দরকার। তবে সেই সম্পর্ক হতে হবে মর্যাদা, ন্যায়, সমতা ও পারস্পরিক সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। বাংলাদেশের গণহত্যার ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনাকে ভারত আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বিচারিক প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। একইভাবে হাদি হত্যাকাণ্ডের আসামিদেরও ফিরিয়ে দিতে হবে। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং প্রধানের আকস্মিক সফর এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরের পর ভারতের পক্ষ থেকে দেওয়া বিভিন্ন বক্তব্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সারজিস। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে এখনই ভারতে যেতে হবে, পরে গেলে ক্ষতি হবে– এ ধরনের বক্তব্য কোনো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ আচরণের প্রকাশ নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্প্রতি যে দুটি শক্ত অবস্থানসম্পন্ন বিবৃতি দিয়েছে, তা সাধুবাদ জানাই। তবে, এসব অবস্থান শুধু বক্তব্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব কর্মকাণ্ডেও প্রতিফলিত হওয়া উচিত। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

ওসমানী বিমানবন্দর থেকে ওমরাহ যাত্রীকে ফেরত নিয়ে তোলপাড়

সব বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এক ওমরাহ যাত্রীকে ইমিগ্রেশন না করে ফেরত পাঠানো হয়েছে। পেশায় সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক ওই যুবককে বিমানবন্দরে অপদস্থ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠে। তিন দিন আগের ঘটনা হলেও গতকাল শুক্রবার থেকে বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে নানা সমালোচনা শুরু হয়। এমনকি সিলেট-৬ আসনের এমপি এমরান আহমদ চৌধুরী তার ফেসবুক পেজে ঘটার ব্যাখ্যার দাবি করেন। এ বিষয়ে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের দাবি, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপমুখী অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে নেওয়া বাড়তি সতর্কতার অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ভুক্তভোগী ওই যুবকের নাম সুমন আহমদ। তিনি বিয়ানীবাজার উপজেলার মোল্লাপুর গ্রামের গোলাপ মিয়ার ছেলে। গত ১৯ আগস্ট ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যাওয়ার জন্য ওসমানী বিমানবন্দরে যান তিনি। সুমনের অভিযোগ, অটোরিকশাচালক হওয়ায় বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে নানাভাবে অপমান করে এবং পাসপোর্টে ক্ষতিকর সিল মারার হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তিনি জানান, একজন আমেরিকা প্রবাসী তাকে ওমরাহ করার ব্যয়ভার বহন করেছেন। বর্তমানে তিনি এ

ঘটনায় অনেকটা মানসিক আঘাত পেয়েছেন। তাকে নতুন করে সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। এদিকে, 'সিএনজি অটোরিকশা চালক হওয়ায় ওমরাহ করতে দেওয়া হয়নি সুমনকে'-এমন বিষয় উল্লেখ করে অনেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্ট্যাটাস দেন। কেউ কেউ আবার সুমনের বক্তব্য প্রকাশ করেন। বিষয়টি নজরে আসার পর ক্ষোভ প্রকাশ করেন সিলেট-৬ আসনের সংসদ সদস্য ইমরান আহমদ চৌধুরী। গতকাল শুক্রবার রাতে নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, 'আমার এলাকার এক যুবক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও সিলেট এয়ারপোর্ট থেকে ওমরাহ করতে যেতে পারেননি। সামর্থ্য না থাকা এবং সিএনজিচালক হওয়ার কারণে তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। ওমরাহ করা মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার। ঘটনাটি সত্যি হলে তা অত্যন্ত গুরুতর। বিষয়টি অবিলম্বে তদন্ত করে জনসম্মুখে ব্যাখ্যা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি'। এমপি ইমরান আহমদের এই পোস্টটি দ্রুত ভাইরাল হয়।অভিযোগের বিষয়ে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন শাখার বিশেষ পুলিশ সুপার মো. মনির জানান, কাউকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্য তাদের নেই। সুমন যে পোশাকে এসেছিলেন, তা দেখে মনে হচ্ছিল তিনি বেড়াতে যাচ্ছেন। তার মধ্যে ওমরাহ যাত্রীর কোনো আলামত বা প্রতীক ছিল না। এতে আমাদের সন্দেহ হয়। এসপি মনির আরও জানান, সম্প্রতি ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে অবৈধভাবে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টার সময় দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছেন, যাদের বড় একটি অংশ সিলেটের তরুণ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী ওসমানী বিমানবন্দরে কঠোর নজরদারি চালানো হচ্ছে। অনেক তরুণ ওমরাহ ভিসায় মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে সেখান থেকে জীবন ঝুঁকি নিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন। অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাণহানি ও মানবপাচার রোধ করতেই এই কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

কোলকাতা থেকে দেশে ফিরল ৬ বাংলাদেশির মরদেহ

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার একটি হোটেলে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ আগুনে প্রাণ হারানো সাতজন বাংলাদেশির মধ্যে ছয়জনের মরদেহ দেশে এনে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। শনিবার পৃথক সীমান্ত দিয়ে সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া ও ঢাকার নিহত এই ছয়জনের মৃতদেহ বাংলাদেশে পৌঁছায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. কামরুল ইসলাম ভূঁইয়া এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গত বুধবার মধ্য কলকাতার একটি হোটেলে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হলে ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মোট সাতজন বাংলাদেশি প্রাণ হারান। ঘটনার পরপরই কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বজনদের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রেখে মরদেহ দেশে পাঠাতে আইনি ও অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, আজ শনিবার সকালে সাতক্ষীরার বাসিন্দা এস এম আলীমুজ্জামানের মরদেহ ভারত-বাংলাদেশের ঘোজাডাঙ্গা-ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে দেশে আনা হয়। পরে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে তাঁর দেহ হস্তান্তর করা হয়। অন্যদিকে পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে বিকেলে কুষ্টিয়ার বাসিন্দা দেবাশীষ দত্ত এবং তাঁর পরিবারের অন্য তিন সদস্য-আফসানা শারমিন, স্বর্ণশীষ দত্ত ও মো. আকরাম আলীর মরদেহ দেশে ফেরত আনা হয়। ঢাকার আমিনবাজারের নিহত তরুণ বাবু আহমেদের মরদেহও একই সীমান্ত পথ ব্যবহার করে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের মরদেহ সংরক্ষণ, পরিবহন এবং সীমান্ত পার করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় সার্বিক সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে। এদিকে, দুর্ঘটনাস্থলে নিহত সাতক্ষীরার আরেক বাসিন্দা রেপতি সরকারের মরদেহ তাঁর স্বজনদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতকাল শুক্রবার রাতে কলকাতাতেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। উপ-হাইকমিশনের পক্ষ থেকে এই সৎকারের প্রক্রিয়াতেও প্রয়োজনীয় আর্থিকসহ সব ধরনের সহযোগিতা করা হয়। কলকাতার এই হৃদয়বিদারক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে নিহতদের শোকসন্তপ্ত স্বজনদের প্রতি গভীর আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়েছে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

তালাবদ্ধ স্কুলের শিক্ষকের বাড়ি থেকে ৪ জনের লাশ উদ্ধার

রংপুর নগরীর মাছুয়াপাড়া এলাকায় একটি তালাবদ্ধ বাড়ি থেকে রংপুর জিলা স্কুলের সাবেক শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী জুয়েল, তাঁর স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে বাড়িটির তালা ভেঙে চারজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিহতরা হলেন–গণপতি চক্রবর্তী জুয়েল , তাঁর স্ত্রী প্রীতিলতা চক্রবর্তী ভোলা , মেয়ে প্রার্থী চক্রবর্তী এবং ছেলে প্রীয়ম চক্রবর্তী । পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বাড়িটি দীর্ঘ সময় তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকায় স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে চারজনের মরদেহ দেখতে পায়। এরপর মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়। তবে কীভাবে এবং কী কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে মরদেহগুলোর ময়নাতদন্তসহ প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে মির্জা ফখরুলকে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা

দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেয়া

এক শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গণতন্ত্র, সাংবিধানিক মর্যাদা ও জনগণের প্রত্যাশাকে ধারণ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ২৩তম মহামান্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে তার দায়িত্বশীল, সফল ও মর্যাদাপূর্ণ পথচলার জন্য রইলো আন্তরিক শুভকামনা।' এর আগে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বঙ্গভবনের দরবার হলে জাতীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের কাছে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

নতুন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের দায়িত্ব বণ্টন, মধ্যরাতে প্রজ্ঞাপন

বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের মন্ত্রিসভায় বড় ধরনের রদবদলের পর নতুন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের দায়িত্ব বণ্টন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। নতুন করে চারজন পূর্ণমন্ত্রী ও দুজন প্রতিমন্ত্রী দায়িত্ব পেয়েছেন। একই সঙ্গে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করা হয়েছে। শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর বিধি ৩(৪) অনুযায়ী এ দায়িত্ব বণ্টন ও পুনর্বণ্টনের আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। এর আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এরপর তিনি চারজন নতুন মন্ত্রী ও দুজন প্রতিমন্ত্রীকে শপথবাক্য পাঠ করান।

কে কোন দায়িত্ব পেলেন

আবদুল মঈন খান — স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী

আন্দালিব রহমান পার্থ — তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

রশিদুজ্জামান মিল্লাত — বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী

সাচিং প্রু জেরী — পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী

হুমায়ুন কবির — পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

মোহাম্মদ শামীম কায়সার লিংকন — ধর্মবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

যেসব মন্ত্রণালয়ে পরিবর্তন এলো

রাষ্ট্রপতি হওয়ায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছাড়েন। সেই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা রশিদুজ্জামান মিল্লাতকে পূর্ণমন্ত্রী করা হয়েছে। ওই মন্ত্রণালয়ের আগের মন্ত্রী আফরোজা খানম (রিতা) এখন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করবেন। বান্দরবানের সংসদ সদস্য সাচিং প্রু জেরীকে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী করা হয়েছে। গত ১ জুন দীপেন দেওয়ানের পদত্যাগের পর এ পদটি শূন্য ছিল। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন। আগের মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনকে মন্ত্রী পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা করা হয়েছে।ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন গাইবান্ধা-৪ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শামীম কায়সার লিংকন। এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন। প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবিরকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে। তিনি শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে যৌথভাবে এ দায়িত্ব পালন করবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন খলিলুর রহমান।

মন্ত্রিসভার আকার বেড়ে ৫২

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গত ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। সেদিন প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ২৫ জন মন্ত্রী ও ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী শপথ নিয়েছিলেন। পরে প্রতিমন্ত্রী কায়সার কামাল ডেপুটি স্পিকারের দায়িত্ব নেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান পদত্যাগ করেন। সর্বশেষ নতুন নিয়োগ ও দায়িত্ব পুনর্বণ্টনের ফলে সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২ জনে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

জাতীয় স্মৃতিসৌধে মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের শ্রদ্ধা নিবেদন

সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদদের প্রতি আজ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যরা। শনিবার দুপুরে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানান তারা।স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ঢাকায় ফিরে জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিস্থলে যাবেন নতুন দায়িত্ব পাওয়া স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান, তথ্যমন্ত্রী আন্দালিব রহমান পার্থ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী রশিদুজ্জামান মিল্লাত, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শামীম কায়সার লিংকন ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। এর আগে, সকালে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

রাশিয়ার যুদ্ধে পাঠানো ৩০ বাংলাদেশির একজন উদ্ধার, দেশে ফিরবেন কাল

চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে রাশিয়ার যুদ্ধে পাঠানো ৩০ বাংলাদেশির মধ্যে রাজন হোসেন নামে একজনকে উদ্ধার করেছে দেশটিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস। গতকাল শুক্রবার মস্কো সময় রাত সাড়ে ৯টায় তাকে উদ্ধার করে দেশে ফেরার বিমানে তুলে দেওয়া হয়। আগামীকাল রোববার তিনি দেশে ফিরবেন বলে দূতাবাস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে মস্কোয় নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, রাজনের ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স সম্পন্ন হওয়ার পরই তার প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা হয়।উদ্ধার-পরবর্তী পুরো প্রক্রিয়াটি দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে।দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী, রাজন হোসেন ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে আদ্দিস আবাবা হয়ে বাংলাদেশে পৌঁছাবেন।আগামীকাল রবিবার বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে তার ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার কথা রয়েছে।এর আগে, উচ্চ বেতন এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণামূলকভাবে ৩০ জন বাংলাদেশী যুবককে রাশিয়ায় পাঠানোর অভিযোগে গত ১ জুন আর এস ইন্টারন্যাশনাল , জাবাল-ই-নূর এবং টিএস ওভারসিস লিমিটেড নামে ৩টি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স প্রত্যাহার এবং জামানত বাজেয়াপ্ত করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প করতে চায় সরকারঃ বাণিজ্য মন্ত্রী

বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে সরকার সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প করতে চায় বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। শনিবার একদিনের সিলেট সফরকালে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন তিনি।বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্পকারখানা ও বাসাবাড়ির বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১০ হাজার মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প করতে চায় সরকার। এসময় তিনি বলেন, চলমান জ্বালানি সংকটের কারণে এনার্জি ইনটেনসিভ বিনিয়োগ এর পরিবর্তে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে কাজ করবে সরকার। দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প খাতের অবদান ভবিষ্যতে অন্তত ৬০ শতাংশে রূপান্তর করতে চায় সরকার। এছাড়াও, সিলেটের প্রস্তাবিত নতুন বিসিক শিল্প নগরীর জন্য সরকার বিকল্প জ্বালানির কথা ভাবছে বলেও জানান বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

গুলশানে ভবন নির্মাণের নামে ওয়াসার 'দখলবাজি' প্রতিরোধের আহবান

যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে রাজধানীর গুলশানে ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের ১১৪ কাঠা জমিতে আবাসন ভবন নির্মাণের উদ্যোগকে 'জমি দখলবাজি-সহায়ক' উল্লেখ করে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। একটি বেসরকারি আবাসন প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াসার এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করে টিআইবি বলেছে, নিয়মবহির্ভূত ও অনৈতিক প্রস্তাবটি পাওয়ার পরই তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে প্রস্তাবটি বিবেচনার নামে রাজউক থেকে বরাদ্দ পাওয়া ওয়াসার জমি ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক প্রভাবশালী ব্যক্তির মালিকানাধীন আবাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এ উদ্যোগ অবিলম্বে প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়াসার সম্পদের মালিকানা জনগণের। তাই এসব সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ, উন্মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং প্রয়োজন হলে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহ্বান করা উচিত। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী একটি প্রতিষ্ঠানের একক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানীর অভিজাত এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ও বিশাল একটি সম্পত্তিতে ওয়াসা ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিকাঠামোর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।' টিআইবির নির্বাহী পরিচালক আরও বলেন, প্রস্তাবটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে স্বল্প সময়ের মধ্যে কমিটি গঠনসহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তা বিবেচনা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, এর মাধ্যমে প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের জমি দখলের উদ্যোগের সঙ্গে ওয়াসার একাংশের যোগসাজশের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। একই সঙ্গে উদ্যোগটি অবিলম্বে বাতিল এবং পুরো বিষয়টি তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য—'প্রস্তাবটি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কোনো ধরনের চাপের মুখে নয়, বরং ঢাকা ওয়াসার স্বার্থ বজায় রেখে এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে' উল্লেখ করে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, রাজউক থেকে ইজারাপ্রাপ্ত জমি উন্নয়নের নামে বেসরকারি আবাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলেও রাজউক এ বিষয়ে অবগত নয়। তাঁর ভাষ্য, 'এখানে মূলত স্বার্থান্বেষী মহলের কারসাজি ও বিশেষ গোষ্ঠীগত স্বার্থে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের সম্পত্তি এভাবে গোষ্ঠীগত স্বার্থ হাসিল ও মুনাফা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হলে তা কোনো ভালো দৃষ্টান্ত তৈরি করবে না।' তিনি আরও বলেন, ঢাকা ওয়াসার কর্মসম্পাদন সহায়তা কমিটির একাংশও এ বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে। ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ওয়াসা যদি তার প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থে ওই জমিতে ভবন নির্মাণ বা কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড করতে চায়, তাহলে প্রথমে এর যৌক্তিকতা যাচাই করতে হবে। এরপর বিদ্যমান নীতিকাঠামো অনুসরণ করে উন্মুক্ত, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একই সঙ্গে কোনো ধরনের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক চাপ, ভয় কিংবা প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে ওয়াসা যাতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সে পরিবেশ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

ইসলামী ন্যাটোতে বাংলাদেশের যোগদানের বিষয়ে যা বলল ভারত

পাকিস্তান, সৌদি আরব ও তুরস্কের মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তিতে বাংলাদেশ যোগ দিতে আগ্রহী—এমন খবরের বিষয়ে শুক্রবার ভারত বলেছে, তারা পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বাংলাদেশের এই ত্রিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা জোটে যোগদানের আগ্রহ সম্পর্কে জানতে চাইলে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ভারত এ অঞ্চলের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। এক সংবাদ সম্মেলনে জয়সওয়াল বলেন, পশ্চিম এশিয়ায় যে ঘটনাপ্রবাহ ঘটছে, আমরা তা ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছি। এই মুহূর্তে এ বিষয়ে আমার বলার এটুকুই আছে।বাংলাদেশের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এক সাক্ষাৎকারে ঢাকা মক্কা চুক্তিতে যোগ দেয়ার বিষয়ে আগ্রহী—এমন বক্তব্য দেয়ার পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই প্রতিক্রিয়া দেখাল। গত ৭ আগস্ট মক্কায় সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তায়েপ এরদোয়ান এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের মধ্যে মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটির লক্ষ্য হলো তিন দেশের মধ্যে সম্মিলিত প্রতিরোধক্ষমতা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদার করা। চুক্তিতে বলা হয়েছে, তিন স্বাক্ষরকারী দেশের যেকোনো একটির ওপর সশস্ত্র হামলাকে তিন দেশের সবার ওপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। পশ্চিম এশিয়াজুড়ে উত্তেজনা ও সংঘাত বেড়ে যাওয়ার মধ্যেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে অঞ্চলটি একাধিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ এবং ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি। গত সপ্তাহে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, তারা জাতীয় নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই চুক্তির সম্ভাব্য প্রভাব পর্যালোচনা করছে।জয়সওয়াল তখন বলেছিলেন, সম্প্রতি স্বাক্ষরিত এই চুক্তির বিষয়ে আমরা পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের ঘটনাপ্রবাহ ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছি। এই নির্দিষ্ট চুক্তির ক্ষেত্রে আমরা জাতীয় নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এর প্রভাব পর্যালোচনা করছি।” তিনি আরও বলেন, ভারত তার জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

ন্যাশনাল ই-হেলথ প্ল্যাটফর্ম গড়তে পাইলট প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে একটি সমন্বিত ডিজিটাল ব্যবস্থার আওতায় আনতে ‘ন্যাশনাল ই-হেলথ প্ল্যাটফর্ম’ চালুর পরিকল্পনা করছে সরকার। প্রাথমিকভাবে দেশের কয়েকটি জেলায় পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে এই প্ল্যাটফর্মের কার্যক্রম শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্বাস্থ্যখাতে সমন্বিত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থা সংক্রান্ত এক সভায় এ নির্দেশ দেন তিনি। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস সচিব হাসান শিপলু এ কথা জানান। তিনি জানান, সভায় ন্যাশনাল ই-হেলথ প্ল্যাটফর্মের সম্ভাব্য কাঠামো, পরিচালনা পদ্ধতি এবং স্বাস্থ্যসেবায় এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রাথমিকভাবে কয়েকটি জেলায় পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মটির কার্যকারিতা, সম্ভাব্য সমস্যা, ব্যয় ও বাস্তবায়নযোগ্যতা যাচাই করা হবে। পাইলট প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ও ফলাফল পর্যালোচনার পর পর্যায়ক্রমে এর পরিধি বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সভায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান স্বাস্থ্যসেবায় তথ্যপ্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, সমন্বিত এই ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ সহজে এর সুফল পান এবং চিকিৎসাসেবা গ্রহণের প্রক্রিয়া আরও সহজ হয়। রোগীর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যতথ্যের নিরাপদ সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনের সময় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের কাছে তা সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা রাখার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্ল্যাটফর্ম তৈরির ক্ষেত্রে তথ্যের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে এটি যেন সহজে ব্যবহারযোগ্য, ব্যয়সাশ্রয়ী ও দীর্ঘমেয়াদে পরিচালনাযোগ্য হয়, সে বিষয়েও গুরুত্ব দিতে হবে। পাইলট প্রকল্পের ফলাফল যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ দেন তিনি। সভায় ন্যাশনাল ই-হেলথ প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে একটি উপস্থাপনা দেন প্রকৌশলী জাকারিয়া স্বপন।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন জহির উদ্দিন স্বপন, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা নিয়োগ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন জহির উদ্দিন স্বপন। তাকে মন্ত্রী পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।শনিবার এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে আলাদা দুটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপনের পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এই পদত্যাগ অবিলম্বে কার্যকর হবে। প্রজ্ঞাপনে আর বলা হয়, উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি মন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন-ভাতাদি ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা পাবেন। উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জহির উদ্দিন স্বপন বরিশাল-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর চলতি বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারে তাকে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

কাজের পরিধি ও গতি বাড়াতেই পররাষ্ট্রে দুই প্রতিমন্ত্রী: শামা ওবায়েদ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি, ব্যস্ততা এবং গতি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কাজের সুবিধার্থে এবং গতি আরও বেগবান করার লক্ষ্যেই সরকার এখানে দুজন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ আয়োজিত 'পলিটিক্স ল্যাব : বাংলাদেশে তরুণ নারীদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতায়ন' শীর্ষক পাবলিক ডায়ালগ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দুজন প্রতিমন্ত্রী প্রসঙ্গে শামা ওবায়েদ বলেন, গত ছয় মাসে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বিগত ১৭ বছরের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি কাজ হয়েছে। আমরা তিনটির মতো নতুন উইং চালু করেছি। অভিবাসন ও অবৈধ অভিবাসন বন্ধে কাজ করছি। এছাড়া প্রবাসী কল্যাণ, সংস্কৃতি, শ্রম ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আন্তঃমন্ত্রণালয় ফোকাল পয়েন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে যেগুলো আগে ছিল না। তিনি আরও বলেন, আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী এক বছর তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকবেন। ফলে কাজের সুবিধার্থে এবং গতি বাড়াতে সরকার যে সিদ্ধান্তই নেবে, সে অনুযায়ী টিমওয়ার্ক হিসেবে আমরা কাজ করব। মক্কা প্যাক্ট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যেকোনো বহুপাক্ষিক সংস্থায় যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ এবং জনগণের স্বার্থই হবে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, কোনো বহুপাক্ষিক সংস্থায় বা জোটে বাংলাদেশ যুক্ত হবে কি হবে না, তার সিদ্ধান্ত নেবে সরকার নিজেই। আর এ ধরনের যেকোনো সিদ্ধান্ত হলে বাংলাদেশের গণমাধ্যমই তা আগে জানতে পারবে। বিদেশি কোনো দেশের গণমাধ্যমে কী আসছে, তা দেখে আমাদের প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ নেই।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

জাতীয় স্বার্থে আপস করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না বাংলাদেশ: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশ জাতীয় স্বার্থে আপস করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না বলে জানিয়েছেন নবনিযুক্ত পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, 'ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ ইতিবাচক সম্পর্ক চায়। ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ। তবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। শুধু ভারত নয়, কোনো দেশের সঙ্গে ন্যাশনাল ইন্টারেস্টকে কম্প্রোমাইজ করে আমরা কোনো কিছু করতে পারি না।' শনিবার দুপুরে ঢাকার সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়া টেররিস্ট। দেড় হাজার মানুষ হত্যা করে ভারতে পালিয়ে গেছেন। তার প্রতি আমাদের জুডিশিয়াল প্রক্রিয়ার একটা আউটকামও আছে। এ ছাড়া কোনো দেশের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থে আপস করে বাংলাদেশ সিদ্ধান্ত নেবে না। ভারত সফরের বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এ নিয়ে কোনো তাড়াহুড়া নেই। বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া হবে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও গ্রাউন্ড ওয়ার্ক শেষে সফরের সিদ্ধান্ত হবে। ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের ভিত্তিতে একটা কনসেনসাসে আমরা আসব। দেন উই ক্যান ভিজিট ইন্ডিয়া।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

এক্সিলারেটের টার্মিনাল চালু, বাড়ল এলএনজি সরবরাহ

অবশেষে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহে স্বস্তির খবর মিলেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কম্পানি এক্সিলারেট এনার্জির ভাসমান এলএনজি টার্মিনালে নতুন একটি এলএনজিবাহী জাহাজ পৌঁছেছে। এতে মহেশখালীতে থাকা দুটি ভাসমান টার্মিনাল থেকে গ্যাস সরবরাহ বাড়তে শুরু করেছে। শনিবার দুপুর দেড়টার দিকে 'ফ্লেক্স কারেজেস' নামের এলএনজিবাহী জাহাজটি মহেশখালীর এক্সিলারেট এনার্জির ভাসমান টার্মিনালে ভেড়ে। আন্তর্জাতিক স্পট মার্কেট থেকে কেনা এলএনজি নিয়ে জাহাজটি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যামেরন বন্দর থেকে এসেছে। রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল) সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে নতুন আসা এলএনজি টার্মিনালে যুক্ত হওয়ার পর এক্সিলারেটের টার্মিনাল থেকে সরবরাহ আরো বাড়বে। এতে সাময়িকভাবে এলএনজি-সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। তবে নতুন জাহাজ থেকে সরবরাহ শুরু হওয়ার আগেই শনিবার দুপুর থেকে এক্সিলারেটের টার্মিনাল দিয়ে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়। টার্মিনালে আগে মজুদ থাকা এলএনজি ব্যবহার করে এই সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে। এতে দুপুর থেকেই দেশের গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতিতে কিছুটা উন্নতি দেখা দেয়। মহেশখালীর পাশের সামিট গ্রুপের ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল থেকেও প্রায় ৫৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে দুটি টার্মিনাল থেকে প্রায় ৬৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়। আরপিজিসিএলের এলএনজি বিভাগের এক উপমহাব্যবস্থাপকের পদমর্যাদার কর্মকর্তা বলেন, দুটি টার্মিনালের পূর্ণ সক্ষমতা অনুযায়ী প্রায় ১ হাজার ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ পেতে রবিবার (২৩ আগস্ট) সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে শনিবার রাতেই সরবরাহ বেড়ে ৮০০ থেকে ৯০০ মিলিয়ন ঘনফুটে পৌঁছাতে পারে। এলএনজি সরবরাহে বড় ধরনের বিপত্তি শুরু হয় গত ২১ এপ্রিল। ওই সময় এক্সিলারেট এনার্জির ভাসমান টার্মিনালের বয়লারে আগুন লাগার পর সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দুই সপ্তাহ পর টার্মিনালটি সচল হলেও পরে এলএনজি সংকটে আবারও সরবরাহে সমস্যা দেখা দেয়। একই সময়ে এলএনজি সংকটের কারণে সামিটের ভাসমান টার্মিনালও বন্ধ ছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, রবিবার থেকে দুটি টার্মিনাল পূর্ণ

সক্ষমতায় গ্যাস সরবরাহ শুরু করলে জাতীয় গ্রিডে গ্যাসের সরবরাহ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হতে পারে। দুই টার্মিনাল মিলিয়ে দৈনিক প্রায় ১ হাজার ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহের সক্ষমতা রয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশি শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেবেন অমিত শাহ

'ধর্মীয় নিপীড়নের'কারণে যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) অধীনে আবেদন করেছেন, তারা আগামী ছয় মাসের মধ্যেই নাগরিকত্ব পাবেন। পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে এক জনসভায় এমন ঘোষণা দিয়েছেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ বলেন, বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু, শিখ ও জৈন শরণার্থীরা আগামী ছয় মাসের মধ্যে নাগরিকত্ব পাবেন। এটি আমার প্রতিশ্রুতি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং তাদের এ বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।' তিনি আরো জানান, সিএএর অধীনে যোগ্য আবেদনকারীদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পশ্চিমবঙ্গের ৮টি জেলা সংগ্রাহক বা ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরকে কর্তৃত্ব দিয়েছে। সব শরণার্থীকে সম্মানের সঙ্গে অবশ্যই ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া বলছে, এর আগে গত বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সীমান্তবর্তী ৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জেলা সংগ্রাহকদের সিএএর অধীনে বিচারাধীন আবেদনগুলো নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা দেয়।অনুষ্ঠানে তৃণমূল কংগ্রেস ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করে অমিত শাহ বলেন, 'আমরা যখন সিএএ এনেছিলাম, তখন তিনি আমাকে নিয়ে উপহাস করেছিলেন। মমতাদিদি, আপনি এই আইন কার্যকর করতে রাজি হননি, কিন্তু আপনাকে ও আপনার সরকারকে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে। এ সময় রাজ্য সরকার সব 'অনুপ্রবেশকারীকে' চিহ্নিত করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহিষ্কার করবে বলেও সতর্ক করেন তিনি।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২২.০৮.২০২৬ আসাদ)

BBC

FOURTEEN KILLED IN STRIKE ON MYANMAR MONASTERY

Fourteen people were killed in military air strikes at a monastery in Myanmar early on Friday, opposition fighters and a local rescue worker have said. All of those killed were elderly and a number of monks were also injured, the rescue worker told BBC Burmese, adding that the site was struck twice. The attack happened at around 09:00 local time in Myaung township in the central Sagaing region, some 70km west of Mandalay, the news agency AFP reported. Civilians had reportedly gathered at the site for a meditation retreat to mark Buddhist Lent. Myanmar's military has not commented. Nway Oo Myaung, a pro-democracy rebel, told AFP that the victims included 11 men and three women. Five of the victims were said to be from one village, while the remaining nine were from a neighbouring township. "Older people had entered the meditation centres," Myaung added, saying the dead were aged between 50 and 70. (BBC News Web Page: 22/08/26, FARUK)

DOZENS OF PEOPLE ABDUCTED IN ATTACKS ON VILLAGES IN NIGERIA: POLICE

More than 100 people have been abducted in attacks on several villages in Nigeria's central Niger State, police and residents have told the BBC. The attackers, who were reportedly wearing military-style clothing, targeted communities in the Borgu Local Government Area after Friday prayers. Police spokesman Wasiu Abiodun said more than 40 people were also killed in the attacks on Dekara, Gidan Zana, Sabon Gida and Masaka villages. He said authorities suspect the attackers were bandits - criminal gangs involved in kidnapping and looting for ransom across parts of Nigeria. Residents said the gunmen entered Dekara after prayers, gathered people and took them into nearby forests before moving on to neighbouring villages. The attacks come as armed groups have increased their activities in the remote Borgu area, which borders Kebbi and Kwara states as well as Benin. The latest attacks are separate from an earlier series of abductions in the same area.
(BBC News Web Page: 22/08/26, FARUK)

CANADA SAYS IT WILL MATCH US TARIFFS 'DOLLAR FOR DOLLAR'

A fresh wave of US tariffs on a wide array of Canadian goods came into effect on Saturday after a last-minute breakdown in trade talks. Announcing the suspension of negotiations shortly before the Friday night deadline, Canadian Prime Minister Mark Carney said he would impose reciprocal tariffs on US goods "dollar for dollar". Carney said "last-minute changes in the US proposed terms were unfair, uneconomic, and called into question the reliability of any deal". Trade negotiators had been engaged in intense talks since July, after President Donald Trump threatened to impose a 50% levy on nearly $20bn of Canadian imports by 19 August. Trump had temporarily paused those tariffs earlier in the week, saying

the two sides were close to signing a trade deal that was "very good" for both countries. (BBC News Web Page: 22/08/26, FARUK)

ZELENSKY CONDEMNS RUSSIAN STRIKES AS 'DESPICABLE' STRIKE

Rescuers in Ukraine worked through the night to search for survivors in the wreckage of a shopping centre hit by a deadly Russian double-tap drone strike. Sixteen people were killed and 130 injured in the busy mall in Kryvyi Rih on Friday, local officials said. Nine people are reportedly still missing, include the children. President Volodymyr Zelensky said the "cynical and despicable" attack was carried out in two waves, with the second strike targeting emergency workers at the scene. Both sides meanwhile continued to trade strikes overnight, with Ukrainian attacks said to have killed at least four people in Russia, including two children, and two people reported dead by Kyiv. The death toll from Friday's attack reached 16 after another body was retrieved from the rubble overnight, said regional military head Oleksandr Hanzha. Twenty-three children were among those injured in the shopping centre in the Dnipropetrovsk region, he added, 14 of whom were among dozens of survivors still in hospital as of Saturday morning. (BBC News Web Page: 22/08/26, FARUK)

TIKTOK TO PAY $400M TO US IN ONE OF LARGEST CHILD PRIVACY SETTLEMENTS

TikTok has agreed to pay $400m to the US to end a lawsuit alleging its platform violated children's privacy, marking one of the largest ever settlements over the issue. The deal stems from a 2024 suit by the Department of Justice under former President Joe Biden alleging TikTok and its parent company ByteDance collected "very amounts of data" on millions of users under the age of 13. Doing so was against the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), a federal law enacted in 2000. It is the same law that dozens of US states are now suing Meta over. "Children and parents are better protected today than they were when this case began," assistant Attorney General Brett Shumate said. Other companies to have paid penalties to the US government for COPPA violations include Google's YouTube, which in 2019 paid $170m, and Epic Games, which in 2022 paid $275m. Meta is also now facing penalties that could exceed hundreds of billions of dollars stemming from COPPA violations alleged by attorneys general of 29 US states. A jury trial in the lawsuit started this week, with the Instagram and Facebook owner accused of targeting child users and profiting from them. (BBC News Web Page: 22/08/26, FARUK)

AT LEAST 16,000 DOSES OF ERVEBO VACCINE ARRIVE IN EBOLA-HIT DR CONGO

The Democratic Republic of the Congo (DRC) has received more than 16,000 doses of the Ervebo vaccine as the country faces its deadliest-ever Ebola outbreak. The 16,250 doses arrived in the capital, Kinshasa, late on Friday evening, comprising the first of 70,000 that the World Health Organization (WHO) and partners pledged to provide on Thursday. More doses are set to arrive next week. Although the vaccine is approved against the Zaire strain of the virus, the Bundibugyo strain currently circulating in the country has no approved vaccine or treatment. Early data from animal trials show it may offer some protection, according to the WHO. (BBC News Web Page: 22/08/26, FARUK)

PTI SEEKS CONTEMPT ACTION OVER JAILED IMRAN KHAN'S HOSPITAL MOVE

The party of former Pakistani Prime Minister Imran Khan has filed a contempt petition against the government after authorities sent him to a state-run hospital instead of the private facility ordered by the top court, party officials said. "The petition seeks action against the prime minister, law minister, information minister" and other government officials, Naeem Panjutha, a legal adviser for Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party, said on Saturday. He said the petition also calls for Khan's treatment at the private hospital ordered by the court. A three-judge bench on Tuesday had directed the government to transfer Khan from Adiala jail to the private Shifa International Hospital in Islamabad within two days for medical examination after concerns were repeatedly raised about his deteriorating health. (BBC News Web Page: 22/08/26, FARUK)

IRAN SAYS NEW US SANCTIONS VIOLATE SOVEREIGNTY OF OTHER STATES

Iran has decried impending United States sanctions as a "complete erosion of sovereignty" following US President Donald Trump's threat to punish any country doing business with Tehran. In a post on X on Saturday, Iran's Foreign Ministry spokesman Esmail Baghaei said the US announcement was "an assertion of extraterritorial sovereignty" against the United Nations member states. No state can compel foreign banks, enterprises or airports to renounce commerce with Iran, he said. "The end result would be the complete erosion of

sovereignty as the foundational basis of the UN-based inter-State system, and a recipe for an abysmal return to full-scale classic colonialism," Baghaei said. Trump announced on Wednesday the "most crushing economic operation" yet against Iran and said any country whose institutions interface with Tehran would face "tremendous economic consequences". (BBC News Web Page: 22/08/26, FARUK)

WORLD BANK PROJECTS WAR-HIT LEBANON'S ECONOMY TO CONTRACT BY 6.4%

Lebanon's economy is projected to shrink by 6.4% this year as conflict turns a brief post-crisis recovery into a sharp downturn, says the World Bank. The global lender's Summer 2026 Lebanon Economic Monitor, titled A Conflict-Torn Economy, noted that the country entered the year on stronger footing after expanding by 4.2% in 2025, its highest real gross domestic product (GDP) growth since the 2019 financial collapse. "The rebound was sharply interrupted by the March 2026 escalation in conflict, which further damaged housing and infrastructure, displaced communities, disrupted supply chains and weighed heavily on tourism and domestic demand," the report said on Friday. "Real GDP is projected to contract by 6.4% in 2026, reflecting the collapse in tourism, weaker consumption, disrupted supply chains, heightened insecurity, and prolonged displacement," it added. (BBC News Web Page: 22/08/26, FARUK)

SOMALIA CHILD HUNGER CRISIS DEEPENS AFTER AID CUTS: UNICEF

Life-threatening malnutrition among children is spiking in Somalia as more than 200 health and nutrition facilities were forced to shutter following cuts to international aid, the United Nations has warned. The East African country has seen a 32% jump in the number of children admitted to facilities with severe acute malnutrition and complications in the first six months of 2026, UNICEF said on Friday. Nearly 1.9 million children are projected to be malnourished this year. "In Somalia today, aid cuts are closing doors to healthcare, shutting down nutrition services, and pushing water, education and protection further out of reach," UNICEF spokesman James Elder told reporters in Geneva, speaking via video from Nairobi. As many as 618 health facilities could close nationwide under "severe funding scenarios", Elder said. (BBC News Web Page: 22/08/26, FARUK)

::THE END::